গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক
মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদ
মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদনা
ড. তরুণ কান্তি শিকদার
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তথ্য সমন্বয়কারী
ড. গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী
উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সহকারী পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
রবীন্দ্রনাথ রায়
জনসংযোগ কর্মকর্তা

প্রকাশক ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট, ২০১৭

স্বত্ব ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক
সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে
অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
১০৭/১, বক্স কালভার্ট রোড
পল্টন, ঢাকা।

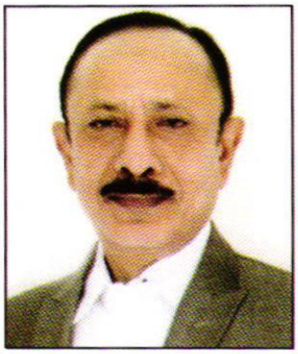

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার মূলভিত্তি। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমান সরকারের আমলে যে অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা গোটা বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে এখন অনুগ্রহনির্ভর হয়ে থাকতে হয় না। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে অনেকের কাছে পরিচিত। এই কৃতিত্বের একক দাবিদার জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মননশীল চিন্তা-চেতনার ফসল আজকের বাংলাদেশ। তিনি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করার ফলেই বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল স্বল্প উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবায়িত হতে চলেছে জাতির পিতার স্বপ্নে লালিত সোনার বাংলা।

বাংলাদেশের একটি শিশুও যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় – সেজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে পিইডিপি-৩-এর মতো বিশাল কর্মযজ্ঞকে। শিশুদের শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের বিশাল কর্মসংস্থান। শিশুরা যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়, তারা যাতে ঝরে না যায়– শিশুরা যেন জীবনের শুরুতেই প্রাথমিক শিক্ষাবলয়ে সহজেই প্রবেশ করতে পারে– সেজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে খোলা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং সৃজন করা হয়েছে পঁয়ষট্টি হাজারেরও উপরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক পদ। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতির জন্য সারাদেশব্যাপী চালু করা হয়েছে 'স্কুল ফিডিং' প্রকল্প ও মিড-ডে মিল কার্যক্রম। বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থার পাশাপাশি সরবরাহ করা হয়েছে নিরাপদ পানীয় জল। গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে আধুনিক শিক্ষার উপকরণ ল্যাপটপ। স্থাপন করা হচ্ছে নতুন নতুন বিদ্যালয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনার জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ছাড়াও হাতে নেয়া হয়েছে নানামুখী উন্নয়ন কর্মসূচি। যার ফলে বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশু ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। সমাজের প্রতিবন্ধী শিশুসহ মেয়ে শিশুদের অধিকার সুরক্ষার কারণে একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আশা করি, এ প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ছবি দেশের জনগণের কাছে প্রতিভাত হবে। জনগণ দেশের প্রকৃত চিত্র জানতে পারবেন এবং মত প্রকাশের সুযোগ পাবেন।

আমি এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি)

মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব হবে। চিত্রিত হবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতির মানচিত্র।

সবার জন্য মানসম্মত ও জীবনমুখী প্রাথমিক শিক্ষা– এই স্লোগানকে সামনে রেখে সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। শিশুরা যাতে সমাজের বোঝা না হয়ে মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে এবং তারা যাতে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত নৈতিক শিক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধে উজ্জীবিত হয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভে সক্ষম হয় সে প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে নিরন্তন কাজ করবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিশুদেরকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে **১৫শ'** নতুন বিদ্যালয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে বিনামূল্যে সম্পূর্ণ নতুন পাঠ্যবই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের পাশাপাশি চালু করা হয়েছে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণসহ বৃদ্ধি করা হয়েছে শিক্ষক পদসংখ্যা এবং নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষককে।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং নিশ্চিত হয়েছে প্রায় শতভাগ শিশু ভর্তি। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুর ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি ও অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ইউনেস্কো শান্তি বৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও প্রাথমিক তথ্যাবলি পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হবে। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণা ও অগ্রগতির কাজে ব্যবহৃত হবে।

(মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান)

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন (এসডিজিস) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। এসডিজিস লক্ষ্য-৪ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ফোকাল পয়েন্ট। গুণগত ও জীবনব্যাপী শিক্ষা বাস্তবায়নে ও শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বৈষম্য কমিয়ে এনে গুণগত শিক্ষা অর্জনের উপাদান (Indicator) সমূহের উন্নয়ন ঘটানো মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ। জীবনব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করার জন্য মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)। যার মাধ্যমে ২৩৬টি উপজেলায় ৪৫ লক্ষ মানুষকে স্বাক্ষরজ্ঞান করে গড়ে তুলতে ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন যে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের হালফিল খতিয়ান। যা দর্পণের মতো মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। বার্ষিক প্রতিবেদনে একদিকে যেমন সরকারের বাজেটের জনগণের দেয়া অর্থের প্রকৃষ্ট ব্যবহার হলো কিনা তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে পরবর্তী বছরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্যবহুল একটি চিত্র পাঠককুলের সামনে উপস্থাপন করা হলো। শিক্ষা নিয়ে যারা গবেষণা করেন এই তথ্য-উপাত্ত তাদের কাজে সামান্যতম উপকারে এলে আমরা কৃতার্থ হবো। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মূলত গত এক বছরের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতির এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র। সরকারের সবচেয়ে বড় পরিবার ও বিশাল কর্মকাণ্ডের সব চিত্র হয়তো এতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলিত হবে না। তবুও নিয়মিত তথ্য-উপাত্ত সংযুক্ত করার প্রয়াস ছিল। যা গবেষকদের গবেষণা কাজে অন্যতম রেফারেন্স হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করি।

পরিশেষে প্রকাশনার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

(ড. তরুণ কান্তি শিকদার)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
		এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭
১.০		সূচনা	১০
	১.১	প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১১
	১.২	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	১২
	১.৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	১৩
	১.৪	বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী	১৪
	১.৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা	১৫
	১.৬	শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য	১৫
	১.৭	গ্রস ও নীট ভর্তির হার	১৫
	১.৮	ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার	১৫
	১.৯	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	১৬
২.০		বিশেষ অর্জন	১৭
	২.১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার	১৭
৩.০		প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি	১৮
	৩.৩	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড	২০
	৩.৪	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন সেল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২১
	৩.৫	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি	২১
৪.০		পিইডিপি-৩ বহির্ভূত অন্যান্য প্রকল্প	৩৭
	৪.১	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প	৩৭
	৪.২	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প	৩৮
	৪.৩	চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প	৪০
	৫.১	পিটিআইবিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন	৪৩
	৫.১.৭	কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৪৪
	৬.১	প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৪
	৭.১	ইংলিশ ইন অ্যাকশন	৪৫
	৮.১	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৪৫
৯.০		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	৪৮
	৯.১	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪	৪৮
	৯.৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি	৪৮
	৯.৪	উপানুষ্ঠানিক ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো	৪৯
	৯.৫	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ICT সম্পর্কিত কার্যাবলী	৪৯
	৯.৬	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ	৫১
	৯.৭	চলমান প্রকল্প	৫২
	৯.৮	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫২
	৯.৯	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চ্যালেঞ্জসমূহ	৫৪
১০.০		জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী নেপ)	৫৫

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
	মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ			
১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৬৭২		
২	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫,২৪০		
৩.	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৭৯		
৪.	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২		
৫.	নন-রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বাণিজ্য	১৯২৬		
৬.	পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৫		
৭.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৬		
৮.	রস্ক স্কুল	৬২৫৮		
৯.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২		
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত			
১০.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫৫৯৯		
১১.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫৪		
১২.	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২৮৭৭		
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত			
১৩.	কিন্ডার গার্টেন	১৮,৩১৮		
১৪.	চা-বাগান স্কুল	৫৩		
	এনজিও ব্যুরো পরিচালিত			
১৫.	এনজিও স্কুল	২৬৮০		
১৬.	ব্র্যাক স্কুল	১৩,৫২২		
১৭.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৪১৮		
১৮.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১২২,৭২১		
	শিক্ষক	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৫,৭২৭	১,৪৯,৯৩৫	২,২৫,৬৫৯
২০.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	৪৭,৪৬৬	৪৯,৩৬২	৯৬,৮২৮
২১.	অন্যান্য শিক্ষক	৯০,৩০৯	১১৫,০০২	২,০৫,৩১১
২২.	মোট শিক্ষক	২১৩,৪৯৯	৩১৪,২৯৯	৫২৭,৭৯৮
	শিক্ষার্থী	বালক	বালিকা	মোট
২৩.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৪৬,০৭,৭১২	৪৯,৭০,৯৭৬	৯৫,৭৮,৬৮৮
২৪.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২০,৫৭,৮৮৮	২১,৫৭,০৭৭	৪২,১৪,৯৬৫
২৫.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২৭,০৩,৪৭৯	২৫,৭০,৬২৯	৫২,৭৮,১০৮
	মোট শিক্ষার্থী	৯৩,৬৯,০৭৯	৯৬,৯৮,৬৮২	১,৯০,৬৭,৭৬১

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
		বালক	বালিকা	মোট
২৭.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৪,৫০৫,৪৬	১৪,১৪,৩৩১	২৮,৬৪,৮৭৭
২৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			৯৩,২৪৭
২৯.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা			১,৭৪,৭৩,৯০৩
৩০.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা			১,৭১,১১,১১৪
৩১.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা			৩৬২,৭৮৯
৩২.	গ্রস ভর্তির হার			১০৯.২%
৩৩.	নীট ভর্তির হার			৯৭.৯৪%
৩৪.	ঝরে পড়ার হার			২০.৪%
৩৫.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার			৭৯.৬%
৩৬.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৫)			২৮,৩৯,২৩৮
৩৭.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার (২০১৫)			৯৮.৫২%
৩৮.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৫)			২৬৪,১৩৪
৩৯.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৫)			৯৫.৯৩%
৪০.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)			৫২৪৭.৩৬ কোটি টাকা
৪১.	বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার			৯৮.০২%
৪২.	জাতীয় অগ্রগতি হার			৯২.৬২%

জুন ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫,২৪০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং ১,১৪,৭৫৫ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয়েছে।

একনজরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি

* প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ (পিইডিপি-৩)	:	৫৭টি
* শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	:	৪৮৪৭টি
* নলকূপ স্থাপন	:	৭৭৬৭টি
* শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য ওয়াশব্লক নির্মাণ	:	৭৭৮০টি
* বড় ধরনের মেরামত	:	১৩১২টি
* বিদ্যালয় রুটিন মেরামত	:	৫৫৮৫২টি
* প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ (জিপিএস)	:	৫৪৩টি
* বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	:	৯৩টি
* প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ (আইডিবি সহায়তায়)	:	৭০টি
* পিটিআই নির্মাণ	:	৩টি

* দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম	:	১.১৭ কোটি শিক্ষার্থী
* দরিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম	:	৩০.০৫ লক্ষ শিক্ষার্থী
* স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন (SLIP)	:	৬৩৬৯১টি বিদ্যালয়
* শিক্ষকদের সিইনএড এবং ডিপিএড এবং ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান	:	সিএনএড-৮৯৪৮ জন শিক্ষক ডিপিএড-৫৮৩৫ জন শিক্ষক
* সহকারী শিক্ষক নিয়োগ	:	১৩৯৮৮ জন
* প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণ	:	৪টি বিদ্যালয় (২০১৬ শিক্ষাবর্ষ) সহ মোট ৭৬৪টি বিদ্যালয়

বই বিতরণ উৎসব-২০১৭

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ সূচনা

জাতীয় উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার ভিত্তি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার বিধান রাখা হয়। সেই বাধ্যবাধকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সময়েই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করেছে। NPA অনুযায়ী সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণার্থে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নয়ন জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-4 "Ensure Inclusive and equitable quality education and Promote lifelong learning for all" এর কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়াও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুণগত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত রূপকল্প গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৭ নং আইন) প্রণয়ন করে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

(১) মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা;

(২) কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন পূর্বক সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা;

(৩) শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা;

(৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা;

(৫) শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা;

(৬) শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৮) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া;

(১০) সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

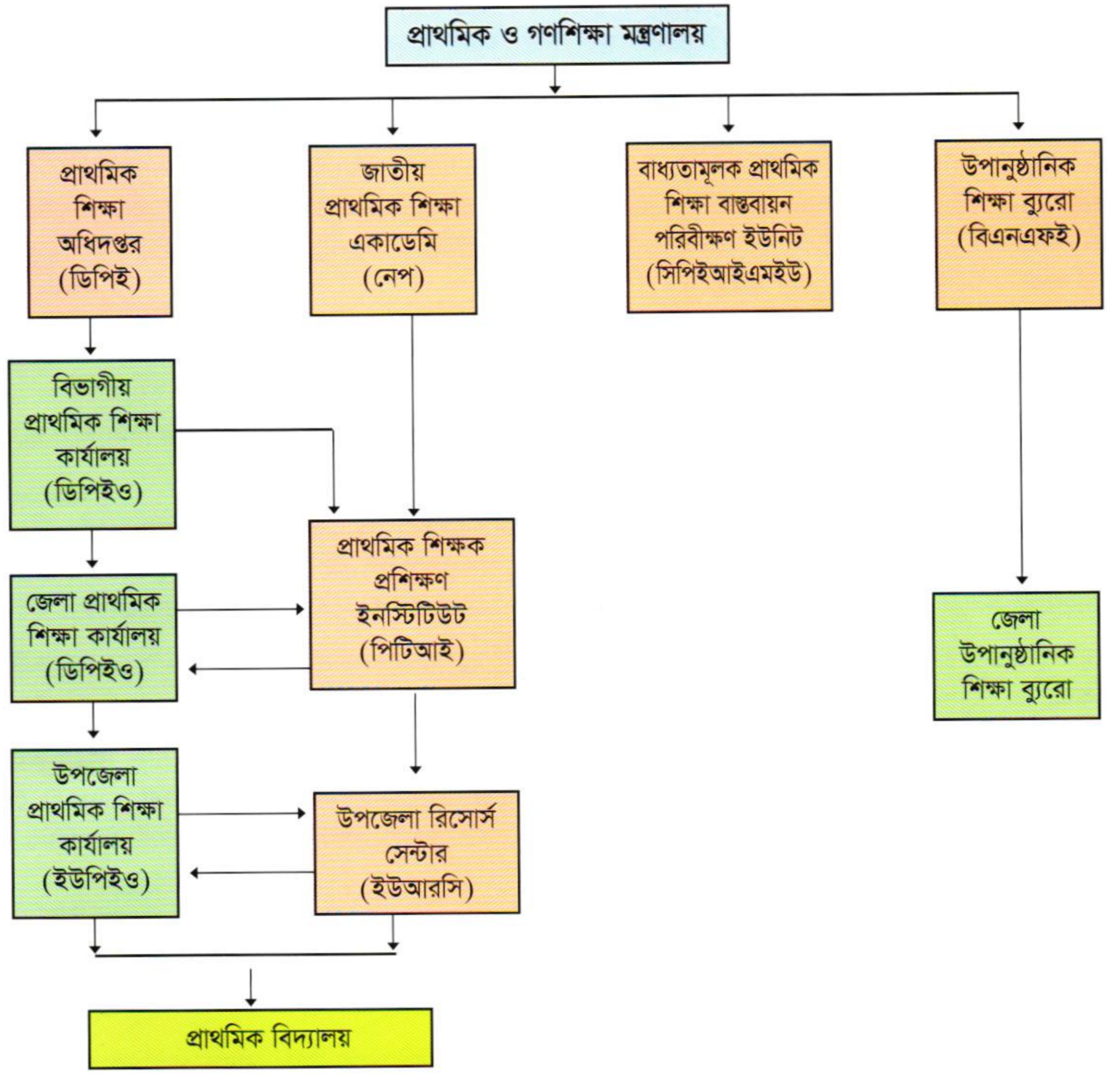

১.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ ও সমন্বয়, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে মোট ৪টি অধিশাখা, ২টি পরিকল্পনা অধিশাখা, ১০টি শাখা, ৪টি পরিকল্পনা শাখা এবং ১টি কম্পিউটার সেল রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় মন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে ৫ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৪ জন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

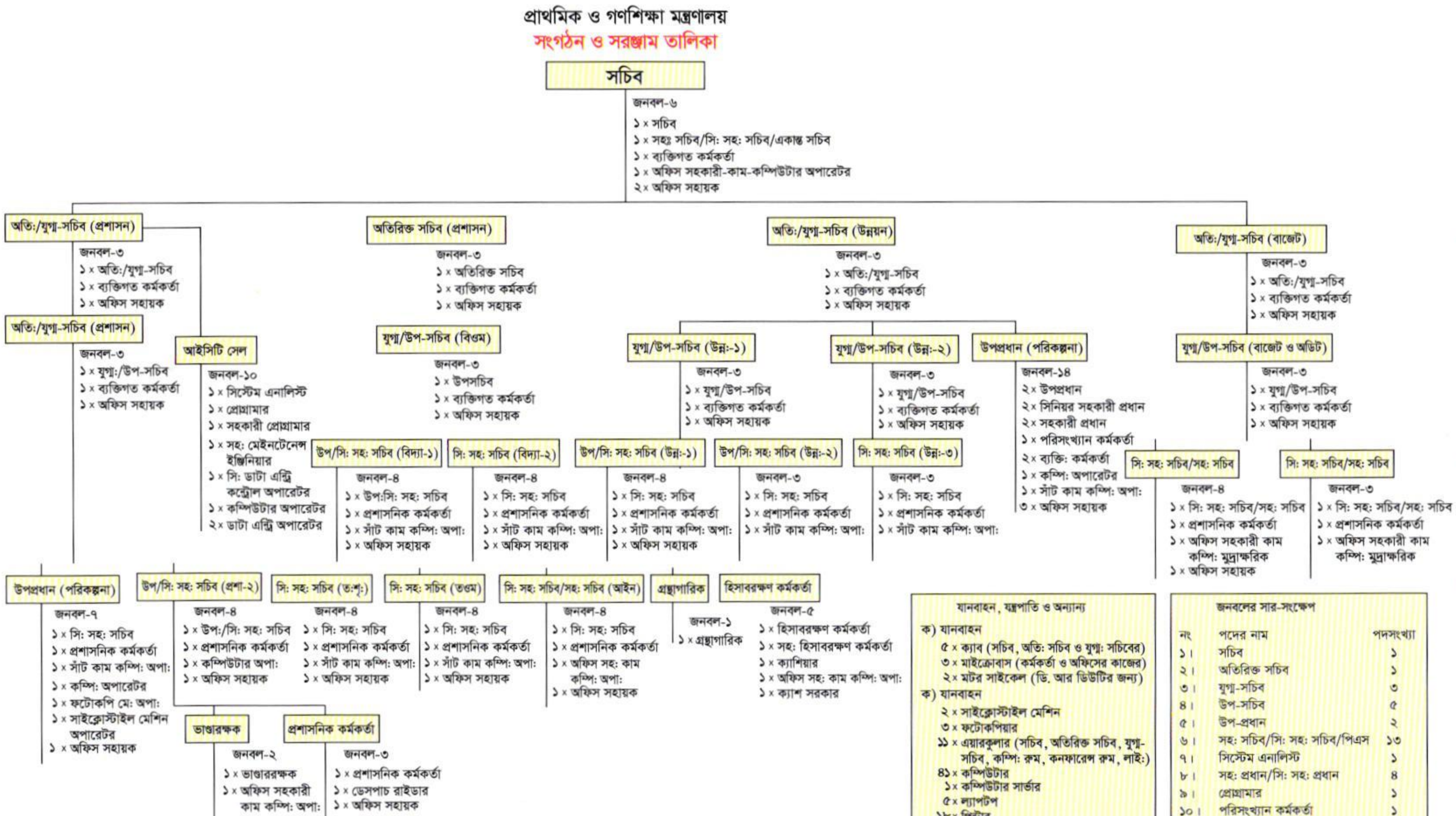

যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

ক) যানবাহন
- ৫ x ক্যাব (সচিব, অতি: সচিব ও যুগ্ম: সচিবের)
- ৩ x মাইক্রোবাস (কর্মকর্তা ও অফিসের কাজের)
- ২ x মটর সাইকেল (ডি. আর ডিউটির জন্য)

ক) যানবাহন
- ২ x সাইক্লোস্টাইল মেশিন
- ৩ x ফটোকপিয়ার
- ১১ x এয়ারকুলার (সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, কম্পি: রুম, কনফারেন্স রুম, লাই:)
- ৪১ x কম্পিউটার
- ১ x কম্পিউটার সার্ভার
- ৫ x ল্যাপটপ
- ১৮ x প্রিন্টার
- ১ x স্ক্যানার
- ১ x মাল্টিমিডিয়া
- ২ x ফ্রিজ
- ৫ x পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন
- ৫ x ফ্যাক্স মেশিন
- ১ x ইন্টারকম সিস্টেম
- ২ x রঙিন টিভি

জনবলের সার-সংক্ষেপ

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১।	সচিব	১
২।	অতিরিক্ত সচিব	১
৩।	যুগ্ম-সচিব	৩
৪।	উপ-সচিব	৫
৫।	উপ-প্রধান	২
৬।	সহ: সচিব/সি: সহ: সচিব/পিএস	১৩
৭।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
৮।	সহ: প্রধান/সি: সহ: প্রধান	৪
৯।	প্রোগ্রামার	১
১০।	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
১২।	সহকারী প্রোগ্রামার	৩
১৩।	সহ: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১
১৪।	গ্রন্থাগারিক	১
	১ম শ্রেণি	৩৮
	২য় শ্রেণি	২৬
	৩য় শ্রেণি	২৫
	৪র্থ শ্রেণি	২৭
	সবমোট	১১১

১.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী :

বিদ্যালয়ের ক্যাটাগরি	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা				শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা			
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্রীর হার	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট	শিক্ষিকার হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৬৭২	৪৬,০৭,৭১২	৪৯,৭০,৯৭৬	৯৫,৭৮,৬৮৮	৫২%	৭৫,৭২৪	১৪৯,৯৩৫	২২৫,৬৫৯	৬৬%
নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫,২৪০	২০,৫৭,৮৮৮	২১,৫৭,০৭৭	৪২,১৪,৯৬৫	৫১%	৪৭,৪৬৬	৪৯,৩৬২	৯৬,৮২৮	৫১%
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২	১০,২৫৫	১১,১৭৭	২১,৪৩২	৫২%	১৮৯	৩৩১	৫২০	৬৪%
নন-রেজি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯২৬	১,৩৬,৫২৩	১,৩৫,৫৭৪	২,৭২,০৯৭	৫০%	২,০৯০	৫,০৫০	৭১৪০	৭১%
পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৫	৫,৫৩০	৫,২৫৯	১০,৭৮৯	৪৯%	৩৫	২৪৪	২৭৯	৮৮%
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২,৮৭৭	২,০০,৮৭৮	১,৯০,০৭০	৩,৯০,৯৪৮	৪৯%	৮,৯৭৫	২,৩২৩	১১,২৯৮	২১%
কিন্ডার গার্টেন	১৮,৩১৮	১২,২৫,৪৪৫	১০,৫৪,৪২৭	২২,৭৯,৮৭২	৪৬%	৮৪,৫৫২	৬,৯৬১৪	১,১৮,১৬৬	৫৯%
এনজিও স্কুল	২,৬৮০	১,০৫,২৮৫	,১১৪,৬৮৩	২,১৯,৯৬৮	৫২%	১,৬৯৮	৪,২৫৯	৫,৯৫৭	৭২%
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৬	৭,১৩৭	৭,৭০৫	১৪,৮৪২	৫২%	৮৪	২৫৭	৩৪১	৭৫%
উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫,৫৯৯	৪,২৯,৯৫২	৪,০০,৭৮১	৮,৩০,৭৩৩	৪৮%	১৯,৩৫০	৩,৩১৩	২২,৬৬৩	১৫%
উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৫৪	২,৬৮,৮০১	২,৯১,৭২০	৫,৬০,৫২১	৫২%	৪,৮৯২	৬,২০৯	১১,১০১	৫৬%
ব্র্যাক স্কুল	১৩,৫২২	১,৪৩,১১০	১,৮৯,৫৮৫	৩,৩২,৬৯৫	৫৭%	৫০৪	১৩,৩৮২	১৩,৮৮৬	৯৬%
রস্ক স্কুল	৬,২৫৮	৯২,৭৪৪	৯১,৪১৯	১,৮৪,১৬৩	৫০%	১১৪০	৫১৮৭	৬৩২৭	৮২%
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	৭,১৭৫	৮,১৩০	১৫,৩০৫	৫৩%	১৩৫	৩২০	৪৩৭	৬৯%
অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫,৪১৮	৭০,৬৪৪	৭০,০৯৯	১,৪০,৭৪৩	৫০%	২৬৬৫	৪৫১৩	৭১৭৮	৬২%
১৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,১৭৯								
চা বাগান স্কুল	৫৩								
মোট -	১,২২,৭২১	৯৩,৬৯,০৭৯	৯৬,৯৮,৬৮২	১,৯০,৬৭,৭৬১	৫১%	২,১৩,৪৯৯	৩,১৪,২৯৯	৫,২৭,৭৯৮	৬০%

তথ্যসূত্র : বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৫

১.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা :

শিক্ষার্থী	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু স্কুলে যায় না, তার সংখ্যা	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু স্কুলে যায় না, তার শতকরা হার
ছাত্র	৮৯,১৯,৭২৫	৮৬,৬০,৩৬১	২৫৯,৩৬৪	২.৯১%
ছাত্রী	৮৫,৫৪,১৭৮	৮৪,৫০,৭৫৩	১০৩,৪২৫	১.২১%
মোট	১,৭৪,৭৩,৯০৩	১,৭১,১১,১১৪	৩৬২,৭৮৯	২.০৭%

১.৬ শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য : (২০১৫)

ক্যাটাগরি	প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট
ছাত্র	১৪,৫০,৫৪৬	১৯,২৫,৪৫৮	১৯,৯৭,৬০৩	১৯,৯৬,২৩৬	১৯,১৭,৭১৯	১৫,৩২,০৬৩	৯৩,৬৭,০৭১
ছাত্রী	১৪,১৪,৩৩১	১৮,৫৩,১৩১	২০,১৯,৯৬৭	২০,৩৫,১৪৮	২০,৬০,৭৩১	১৭,২৯,৭০৫	৯৬,৯৮,৬৮২
মোট	২৮,৬৪,৮৭৭	৩৭,৭৮,৫৮৯	৪০,১৭,৫৭০	৪০,৩১,৩৮৪	৩৯,৭৮,৪৫০	৩২,৬১,৭৬৮	১,৯০,৬৭,৭৬১

১.৭ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০১৮)

বছর	গ্রস		গ্রস	নীট		মোট
	বালক	বালিকা		বালক	বালিকা	
২০০৯	১০০.১	১০৭.১	১০৩.৫	৮৯.১	৯৯.১	৯৩.৯
২০১০	১০৩.২	১১২.৪	১০৭.৭	৯২.২	৯৭.৬	৯৪.৮
২০১১	৯৭.৫	১০৫.৬	১০১.৫	৯২.৭	৯৭.৩	৯৪.৯
২০১২	১০১.৩	১০৭.৬	১০৪.৪	৯৫.৪	৯৮.১	৯৬.৭
২০১৩	১০৬.৮	১১০.৫	১০৮.৬	৯৬.২	৯৮.৪	৯৭.৭
২০১৪	১০৪.৬	১১২.৩	১০৮.৪	৯৬.৮	৯৮.৮	৯৭.৭
২০১৫	১০৫.০	১১৩.৪	১০৯.২	৯৭.১	৯৮.৮	৯৭.৯
২০১৬						

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরে পড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নত মানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিম্নরূপ :

১.৮ ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার

বছর	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
ঝরে পড়ার শতকরা হার	৪৭.২	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	৫২.৮	৪৯.৫	৪৯.৫	৫০.৭	৫৪.৯	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬

তথ্যসূত্র : বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৫

* নীট ভর্তি কেবল ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

১.৯ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাসের নাম : জুন ২০১৬

নং		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট (কোটি টাকা)		জাতীয় বাজেটে শতকরা হার	ব্যয় (কোটি টাকা)	বরাদ্দের শতকরা হার	উপকারভোগী			অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	মন্তব্য
		মূল্য	সংশোধিত				শ্রম জন	শ্রম দিবস	শ্রম মাস		
০১	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)		১৪০০.০০		১৩৮৮.৯৫	৯৯.২১	-	-	-	১.৩০ কোটি শিক্ষার্থী	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়।
০২	দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প	৫৬০.০০	৪৮১.৬৬	-	৪৮০.৭১	৯৯.৮০%	-	-	-	২৮২৮০৪৬ শিক্ষার্থী	প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টি গুণসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
০৩	ইসি অ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	২১.৬২	২৬.১৮	-	২৪.৯৫	৯৫.৩১%	-	-	-	৩৫৩৭৮৬ শিক্ষার্থী	প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টি গুণসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
০৪	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৭০.০০	১৪৭.৬৬	-	১৩০.৯২	৮৮.৬৬%	-	-	-	৩৮৬৮৭৫ জন শিক্ষার্থী	ভর্তিকৃত শিশুদের শিক্ষা ভাতা ও অনুদান দেয়া হয়।
০৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	৩৫৯.২০	২১৯.৯৩	-	২১৯.০৮	৯৯.৬১%	-	-	-	২২৩২২৪২৮ শিক্ষার্থীর জন্য	বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিরতণ করা হয়।
০৬	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (মানবসম্পদ উন্নয়ন)	১৬.৪৪	১৬.৪৪	-	১১.৫১	৭০.০১%	-	-	-	১০১৩ জন	

* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় শ্রম জন, শ্রম দিবস এবং শ্রম মাস-এর বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

* উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

২.০ বিশেষ অর্জন :

সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার :

অর্থ বছর	প্রকল্প	এডিপি বরাদ্দ কোটি টাকায়			ব্যয় (কোটি টাকায়)			অগ্রগতির	জাতীয়
	সংখ্যা							হার (%)	গড়
২০০৯-১০	১১	২৮২৩.১৮	১৩৫৭.৩২	১৩৬৫.৮৫	২৭১৬.১৮	১৪৩৯.০৬	১২৭৭.১১	৯৬.২১	৯১%
২০১০-১১	১৪	৩০৫৬.৬২	১৮৩৫.০৮	১২২১.৫৪	২৯৭৮.৯৮	১৮১৬.৩৪	১১৬২.৬৪	৯৭.৪৬	৯২%
২০১১-১২	১৪	২৪৬৬.৩২	২০৭৯.৮৯	৩৮৬.৪৩	২৪১৭.৭০	২০৫২.৯৬	৩৬৪.৯৭	৯৮.০৪	৯৩%
২০১২-১৩	১৮	৩৯১৬.৩২	৩৩৫৫.৮৩	৫৬০.৪৯	৩৭৬৫.৫০	৩৩১৭.৫৮	৪৪৭.৯২	৯৬.১৫	৯৬%
২০১৩-১৪	১৬	৪৫২৮.৬৫	৪০৪২.৭২	৪৮৫.৯৩	৪৪৮৬.৪১	৪০১৩.৩৭	৪৭৩.০৪	৯৯.০৭	৯৫%
২০১৪-১৫	১৩	৪৩৩৩.২৮	৩৮৯০.২১	৪৪৩.০৭	৪১৮৬.১৫	৩৭৫৫.৪৮	৪৩০.৬৭	৯৬.৬০	৯১%
২০১৫-১৬	১২	৫২৪৭.৩৬	৪৯০০.০০	৩৪৭.৩৬	৫১৪৩.২১	৪৮১৬.৫৪	৩২৬.৬৭	৯৮.০২	৯২%

২.২ ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের ২৬,১৯৩ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকুরি সরকারি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে, যা জানুয়ারি ২০১৩ হতে কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ১ম ধাপে ২৩,৫০০টি এমপিওভূক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২য় ধাপে ১৭৭১টি এমপিওবহির্ভূত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কমিউনিটি ও সরকারি অর্থায়নে এনজিও নির্মিত বিদ্যালয়সহ) এবং ৩য় ধাপে ৫৮৪টিসহ সর্বমোট ২৫,২৪০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

১ম ধাপে অধিগ্রহণকৃত ২৩,৫০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির ভিত্তিতে ২২,৯২৫টি বিদ্যালয়ের জন্য ১,১৪,৬২৫টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে এ পর্যন্ত প্রায় ৯১,০০০ শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও পরবর্তীতে ২,২৯৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫টি করে মোট ১১৪৯০টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে।

২.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ৭৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়েছে।

৩.০ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন

৩.১ ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার পর ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯৮১ সালে জনশিক্ষা পরিদপ্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ০৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলা ও ৫০৫টি উপজেলা/থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, জেলা সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও পিটিআই, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক অভিভাবক সমিতি, ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকারী শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

৩.২ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ০৮টি বিভাগ, যথা : প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পলিসি ও অপারেশন, প্রোগ্রাম, অর্থ ও হিসাব, আইএমডি এবং সেকেন্ড চান্স এডুকেশন-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ০৮ জন পরিচালকের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় :

(১) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান :

(২) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

(৪) অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর উন্নয়ন;
(৬) প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
(৭) অধিদপ্তরের অধীন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত; এবং
(৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

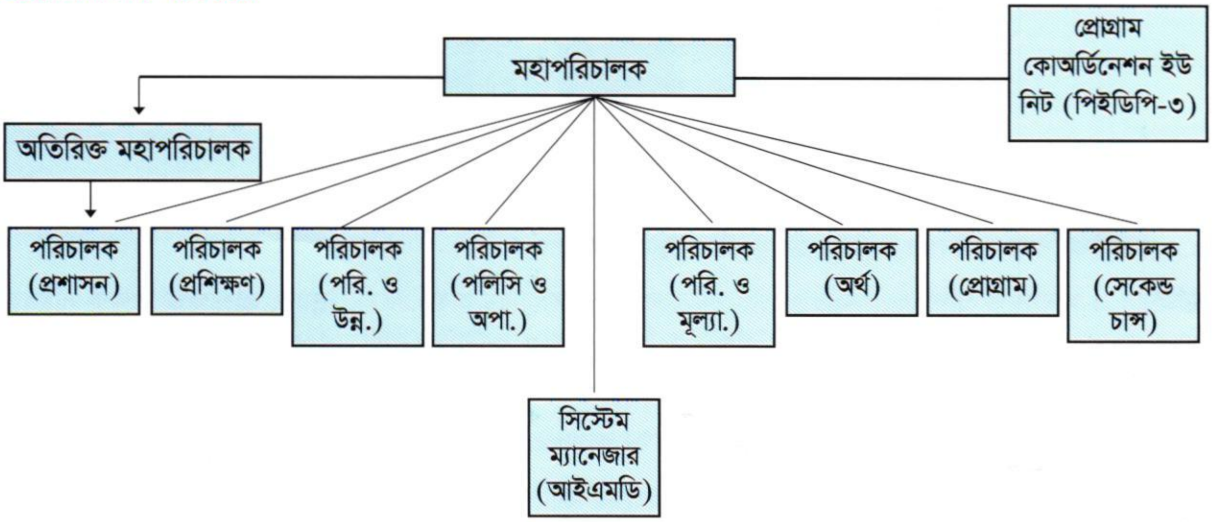

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) ও সবার জন্য শিক্ষা এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে ২০১১-১৮ মেয়াদে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৮) এর উপাদানসমূহ :

(১) শিখনফল অর্জন।
(২) সবার সমান অংশগ্রহণের সুযোগ।
(৩) আঞ্চলিক ও অন্যান্য পর্যায়ে বৈষম্য দূরীকরণ
(৪) বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) নিম্নবর্ণিত ০৫টি ফলাফল অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

(১) সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিকক্ষে বসেই অর্জন করবে।
(২) সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে।
(৩) প্রাথমিক শিক্ষায় সকলে অংশগ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন ও শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর বা কমানো হবে।
(৪) উপজেলা বা বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
(৫) প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।

পিইডিপি-৩-এর আওতায় নির্মিত বিদ্যালয় ভবন

৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড :

সর্বজনীন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সৃষ্টিসহ শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এবং আরও ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন

২। নিয়মিত সভার আয়োজন

ক) গঠিত নৈতিকতা কমিটির সভা।

খ) মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ।

গ) অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা।

ঘ) সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা।

৩। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সেমিনার ও ওয়ার্কশপে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হিসেবে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় পুস্তিকা অন্তর্ভুক্তকরণ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান।

৫। অনলাইন/অভিযোগ বাক্স অথবা অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ।

৬। উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন।

৭। অডিট নিষ্পত্তিকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অডিট সংক্রান্ত সভা আয়োজন।

৮। গণশুনানি গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ।

৯। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ।

১০। বিদ্যালয়ভিত্তিক এসএমসিও শিক্ষক সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নৈতিকতা চর্চার বিষয় অবহিতকরণ।

১১। পৃথক শিফটে পৃথকভাবে ছাত্রছাত্রী সমাবেশের আয়োজন, শুদ্ধ উচ্চারণে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শপথ পাঠ এবং সমাবেশসহ শ্রেণিকক্ষে নৈতিকতা চর্চার জন্য আলোচনা ও নৈতিকতা বিষয়ক গল্প-কবিতা পাঠ।

১২. উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য নৈতিক চর্চার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।
১৩. ছাত্রছাত্রীদের মনদৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে ক্লাব দল গঠন করে নৈতিকতা চর্চার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।
১৫. বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে প্রমিত বাংলা উচ্চারণ অনুশীলন।

৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন সেল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম :

* প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম রয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
* ২০১৭ সালে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। যেমন : সিটিজেন চার্টার তৈরি ও বাস্তবায়ন, প্রতিটি দপ্তরে অভিযোগ বক্স স্থাপন, উদ্ভাবনী ধারণা আহ্বান, শিক্ষক ডাটাবেজ তৈরি, শিক্ষক বদলি সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, শিক্ষকদের পেনশন সেবা সহজকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
* শিক্ষকগণের পেনশন সহজকরণের জন্য ই-পেনশন এবং উপর ০২টি জেলায় পাইলটিং (মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল করা হয়েছে। পেনশন সেবা সহজকরণের উপর ০১টি তথ্য পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
* মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নাগরিক সেবার উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ডিজাইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* A2i এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে ০৩ জন কর্মকর্তাকে মেন্টর প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মেনটরিং করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আরও ১০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
* প্রাথমিক শিক্ষায় সেবা সহজকরণের নিমিত্ত উদ্ভাবনী প্রকল্প নির্ধারিত ফরমে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে।
* অনলাইন গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (GPS) এর মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তার সমাধান সাথে সাথেই অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।
* ৩০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরে সকল শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু হয়েছে।
* অন-লাইনে একাউন্টিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে।

৩.৫ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) :

প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবর্তে Sub-Sector Wide approach কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় পিইডিপি-২ শীর্ষক দুটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ সকল কর্মসূচির সাফল্য

ও ব্যর্থতা পর্যালোচনাপূর্বক ০৯টি সহযোগীর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরও বৃহৎ পরিসরে পিইডিপি-৩ গ্রহণ করা হয়– যা বর্তমানে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৩.৫.১ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮,১৫,৩৮৮.৩৬ লক্ষ টাকা
৩.৫.২ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮
৩.৫.৩ কর্মসূচির এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৩.৫.৪ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থবছর	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়	১,৫৩,৮১.০০	১,৫৬,০০০.০০	২,৪৭,৫০০.০০	২,৪০,৪৩৭.০০	২,৮০,৪১৫.০০	৩৭২,৯৬৩.০০
ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	১,৪৭,৪৯.৮৮	১,৫২,৯৮১.৭৫	২,৪৫,৪৮৭.৯৪	২,২৯,৮৯৫.১৬	২,৭৫,০০১.০৮	৩৩৪,১০০.৫৬
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৫.৯০%	৯৮.০৭%	৯৯.১৯%	৯৫.৬২%	৯৮.০৭%	৮৮.৫৮
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)						১২,৫২,২১৬.৩৭

৩.৫.৫ কর্মসূচির সামগ্রিক লক্ষ্য : দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.৬ কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলি

প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য কার্যকরী ও যুগোপযোগী শিশু-বান্ধব শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি দক্ষ, একীভূত এবং সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩.৫.৭ বাস্তবায়ন কৌশল

সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পিইডিপি-৩-এর কার্যক্রমকে ০৪টি কম্পোনেন্ট ও ২৯টি সাব-কম্পোনেন্ট-এ বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কম্পোনেন্টগুলো :

কম্পোনেন্ট ১ : শিখন ও শিক্ষণ
কম্পোনেন্ট ২ : অংশগ্রহণ ও বৈষম্য
কম্পোনেন্ট ৩ : বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকারিতা
কম্পোনেন্ট ৪ : সেক্টর/প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

৩.৫.৮ কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম

(১) শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন। এ জন্য শিশুদের উপযোগী খেলাধুলাসামগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলাম ও পাঠ্যবই সরবরাহ করা হচ্ছে;
(২) Over crowded বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ৪২-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক ৩৯,০০৩টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ।
(৩) চাহিদাভিত্তিতে বিদ্যালয় মেরামত।
(৪) পিটিআই, উপজেলা শিক্ষা অফিস, ইউআরসি, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অফিস ও নেপ সম্প্রসারণ ও মেরামত।

(৫) বর্তমান কারিকুলাম সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে।

(৬) দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির লক্ষ্যে সিইনএড-এর পরিবর্তে ১৮ মাস মেয়াদের ডিপ-ইন-এড কোর্স প্রবর্তন।

(৭) উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

(৮) শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

(৯) পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয় Digital Content ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদান পরিচালনা।

(১০) আইসিটি অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রদান করা।

(১১) দুর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ।

(১২) চাহিদাভিত্তিক টয়লেট নির্মাণ ও মেরামত।

৩.৫.৯ পিইডিপি-৩-এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

৩.৫.৯.১ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভৌত অগ্রগতি
১.	নলকূপ স্থাপন	৩,৩০০.০০	৪,২৯২টি
২.	ওয়াশ ব্লক	৭,৭৫০.০০	৪,৮৫৯টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১০,২০৫.১১	৫৭টি
৪.	অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	৫৫,৯৪৫.৮৮	৪,৮৪৭টি
৫.	বড় ধরনের মেরামত	৮,০০০.০০	২,২৩৬টি
৬.	বিদ্যালয় ভবন ও শ্রেণিকক্ষ মেরামত/সংস্কার	২,৮৯৫.০০ ১,৯৫৬.৪২	২১,৭৩৮ রুটিন মেরামত ২,৪৯৫টি ক্ষুদ্র মেরামত
৭.	বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত	২৪০.০০	১২০০টি

৩.৫.৯.২ Decentralized school management and governance

শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা আরও বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP) প্রণয়ন করা হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণকে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ-এর মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতি জনগণের মালিকানাবোধ জাগ্রতকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৬-২০১৭ অর্থবছর (লক্ষ টাকায়)		
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি
১.	স্লিপ গ্রান্ট	২৫,৫০০.০০	২৫,৫০০.০০	৫০৭ উপজেলায় ৬৩,৭৫০ হাজার বিদ্যালয়ে প্রতিটিতে ৪০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২.	UPEP মাস্টার ট্রেনিং	১ কোটি	৭,৪৪৭,২৮০.০০	২৫২ উপজেলায় ৭৫৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৫.৯.৩ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস করে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পদবি	মোট নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক	মন্তব্য
১.	প্রধান শিক্ষক	৪৯৯ জন	
২.	সহকারী শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক মুক্তিযোদ্ধা কোটায়	২,৯১৪ জন	মুক্তিযোদ্ধা কোটায়
৩.	সহকারী শিক্ষক	১৫,০১৮ জন	পুল হতে নিয়োগ
৪.	সহকারী শিক্ষক	৩১,৫১৫ জন	প্যানেল হতে নিয়োগ

* তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১ জেলার তথ্য।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	লক্ষ্যমাত্রা : ব্যাচ ও সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা বাস্তব	অর্জন বাস্তব	উক্ত সময়ে অর্জন	হার %	মন্তব্য
১.	১০,০৮৭ ব্যাচ ২,৭৭,৬০৭ জন	১,১৯৫ ব্যাচ ৩২,৫৩৫ জন	১,১৯৩ ব্যাচ ৩২,৪৬৮ জন	৯,৯৮৭ ব্যাচ ২,৭৬,০৯৪ জন	৯৯.৪৫%	

৩.৫.৯.৪ বিনামূল্যে বই বিতরণ

পিইডিপি-৩-এর অন্যতম কার্যক্রম বিনামূল্যে বই বিতরণ। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুর মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। লেখাপড়ায় শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে সাদা-কালো বইয়ের পরিবর্তে রঙিন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০১৬-১৭ অর্থবছর (লক্ষ টাকা)			মন্তব্য
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	
১.	বই বিতরণ	৪০৫,৮৯,৯৫,৪৫০.০০ চারশত পাঁচ কোটি উনানব্বই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা।	৪০০,৩৫,৪২,২৪১.৮০ চারশত কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত একচল্লিশ টাকা আশি পয়সা	১০০%	মোট ২,৪৯,৮৩,৯৯৩ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের ৩২,৬২,৮৬৪ জন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২,১৭,২১,১২৯ জন ছাত্রছাত্রী।

বই বিতরণ উৎসব ২০১৭

৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ শনিবার ঢাকায় গণভবনে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ শনিবার ঢাকায় গণভবনে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন –পিআইডি

৩.৫.৯.৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এক কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য পৃথকভাবে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হয়।

৩.৫.৯.৬ প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিইডিপি-২ তে ০৪টি অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পিইডিপি-৩ তে ০৪টি অ্যাকশন প্ল্যানকে সমন্বিত করে একটি অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয় যেটি 'Gender Inclusive Education Action Plan' এর আওতায় মেয়ে শিশু, নৃ-গোষ্ঠীর শিশু, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই একীভূত শিক্ষা শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অর্জনসমূহ : বর্তমান সরকার ৩৭,৬৭২ (সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত বাহাত্তর)টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ০১ জন করে সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছেন। ইতোমধ্যে ৬১ জেলায় চারধাপে (১৩,৯৮৮+৬,৯৩৩+১৩,৯৭৪+২৯১৪)=৩,৭৮,০০৯ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ৩৬,৬৭,৮৫১ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ১৪,৩০৮ জন শিক্ষককে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৫,৩৯৬ জন শিক্ষককে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে মনিটরিং ও সুপারভিশনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সকল মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ০৩ দিনের ওরিয়েনটেশন এবং প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি উপজেলা হতে ০২ জন করে কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিতকরণের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের সুবিধার্থে সরকার GO-NGO Collaboration Guide Line and Implementation Plan অনুমোদন করেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে GO-NGO Collaboration Guide Line এবং Implementaion Plan-এর আলোকে বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাঁদের বিদ্যালয়/শ্রেণিতে অধ্যায়নরত শিশুদের বিনামূল্যে শিখন-শেখানো সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

৩.৫.৯.৭ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA-National Student Assessment) একটি নমুনাভিত্তিক মূল্যায়ন। আদর্শমান বজায় রেখে প্রণীত ৩৫ থেকে ৪০টি অভীক্ষাপদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী শিখন মাত্রা পরিমাপের উদ্দেশ্যে এক বছর অন্তর অন্তর জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে Mastering learning outcome নির্ণয় করা হয়। শিশুদের বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষাক্রমে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত যথাযথ কিনা এবং শিশুরা শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো যথাসময়ে অর্জন করতে পারছে কিনা– তা যাচাই করার জন্য নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী বাছাই করে ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিত বিষয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি প্রচলিত পরীক্ষা তথা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে ভিন্নতর। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত কৌশল নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৭-এর প্রাথমিক কার্যক্রম যেমন ফার্ম নিয়োগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, টেস্ট আইটেম প্রস্তুত-এর জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন শেষে ৬৪ জেলার দেশের ৮৮ উপজেলার ১৬০০ বিদ্যালয়ে অভীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে প্রতিবছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (APSC) প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। এটি প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ২০১৬ সালে বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি প্রতিবেদন (Annual Primary School Census-2016) প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্য গবেষণালব্ধ ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হয় বিধায় দেশের সকল ক্যাটাগরির (২৭ ক্যাটাগরির) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলো হলো : বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো. শিক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ভূমির তথ্য, স্যানিটেশন ও ওয়াশব্লকসহ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্লিপ অনুদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, ক্যাচমেন্ট এলাকার শুমারিকৃত শিশুদের তথ্য ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, যেমন : GER, NER, Cycle Dropout Rate, Survival Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI(GER), GPI(NER), Year inputs per graduate সন্নিবেশিত করে প্রতিবছর APSC প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, তাই এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার দর্পণ (Mirror) বলা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে Education House Hold Survey-২০১৪, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য চিকিৎসাসহ জীবনযাত্রার মান অর্থাৎ আর্থ-সমাজিক অবস্থা শিক্ষায় কী প্রভাব ফেলে তা যাচাই করার জন্য এ জরিপ করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন হচ্ছে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা Annual Sector Performance Report (ASPR). যা প্রতিবছর প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। ২০১৭ সালের বার্ষিক অগ্রগতি

প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report) প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন সূচক যেমন : PSQL (Book distibution, Assist.Teachers and Sub-Cluster training, and Slip grands) এবং KPI (Primary education completion examination, Out of school children (boys and girls), Gender Parity Index of GER, GER(EFAs), NER(EFAs) প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

৩.৫.৯.৮ শিখবে প্রতিটি শিশু

বর্তমান সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষকদের উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং জেন্ডার সমতা অর্জন ইত্যাদি। তবে শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে আরও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩-এর আওতায় 'শিখবে প্রতিটি শিশু (ইসিএল)' নামে একটি 'দিক নির্দেশক' পাইলট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো : শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন নিশ্চিত করা। ইসিএল কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার মাধ্যমে একটি কার্যকর ও স্বয়ংক্রিয় শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুর শিখন অর্জনে শিক্ষককে দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা। অর্থাৎ ইসিএল-এর সার্বিক লক্ষ্য হলো– শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে গুণগত পরিবর্তন আনা।

২০১১-১২ অর্থবছর হতে শুরু করে ২০১৬ পর্যন্ত ৫৪টি জেলার মোট ১২৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ECL কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রোগ্রাম ডিভিশন ৭১৬০ জন শিক্ষক ও ৮০৮ জন স্থানীয় পর্যায়ের রিসোর্স পার্সনদের (ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, এইউইও, সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর), প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৯৪০টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে এসআরএম ও টিএলএম বাবদ ৮০০০/- টাকা দেয়া হয়েছে।

ইসিএল কার্যক্রমের মৌলিক নীতির আলোকে বাংলা ও গণিত বিষয়ের দু'টো লিফলেটের ওপর সাব-ক্লাস্টার পর্যায়ে ১০ জেলার সকল শিক্ষককে ০২ দিনের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকগণ ইসিএল বিষয়ে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যা পরবর্তীতে তাদের নীড বেইজড সাব-ক্লাস্টার লিফলেট প্রণয়নে সহায়তা করবে।

ইসিএল বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে ইসিএল কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে 'ইসিএল স্ট্রেন্দেনিং মডেল'র প্রস্তাবনা ২৮ জুন ২০১৫ খ্রি: তারিখ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে। অনুমোদিত স্ট্রেন্দেনিং মডেলটি ০৭টি বিভাগীয় শহরের নির্বাচিত ৫০টি বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় পিইডিপি-৩-এর আওতায় 'শিখবে প্রতিটি শিশু (ইসিএল)' স্ট্রেন্দেনিং মডেল ওয়ার্কশপ গত ২৮ মে ২০১৬ খ্রি: তারিখ এনসিটিবি, নেপ, অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে এক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের মতামত অনুযায়ী ইউনিসেফ কর্তৃক ০৪টি বিষয়ে (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) ০৪ জন পরামর্শক ও ০১ জন সমন্বয়ক নিয়োগ করা হয়। পরামর্শকগণের নেতৃত্বে ০৪টি দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দলে এনসিটিবি ও নেপ-এর প্রতিনিধি, ইসিএল রিসোর্স পারসন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং শিক্ষকদের সমন্বয়ে ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপ করে মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৫.৯.৯ সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার শতভাগ ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিখন-শেখানোর গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশুর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্য প্রতি বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে কৃমিনাশক ঔষধ বছরে দু'বার করে খাওয়ানো এবং একই সাথে বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা হয়েছে। কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্ট্র্যাটেজি পেপারের "লিটল ডক্টর" ধারণাটি এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য যেমন : ১। ওজন; ২। উচ্চতা; ৩। দৃষ্টিশক্তি; ৪। বয়স; ৫। শ্রেণি ইত্যাদি তথ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফর্মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থবছর	
		অর্থের পরিমাণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	ইউনিসেফ (পিইডিপি-৩)	৭২.৯৯ লক্ষ	১৬৮০ জন

৩.৫.৯.১০ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৫০৮টি উপজেলায় দেশে ৭,২৬৭টি এবং বহিঃ বাংলাদেশে ১২টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮,০৬০৯৬ জন। ছাত্রী ১৫,০৭,৩১৮ জন ও ছাত্র ১২,৯৮,৭৭৮ জন। এদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬,৯৬,২১৬ জন। ছাত্রী ১৪৫৭০৩৫ জন, ছাত্র ১,২৩,৯১৮১ জন, উত্তীর্ণ: ২,৫৬,৬২৭১ জন এবং পাসের হার : ৯৫.১৮%।

৩.৫.৯.১১ ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

২০১৬ সালে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সমগ্র বাংলাদেশে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৯৪,৩৮১ জন। ছাত্রী ১,৩৯,৯৪১ জন ও ছাত্র ১,৫৪,৪৪০। এদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২,৫৪,৩৯৯ জন। ছাত্রী ১২৪৬৯৬ জন এবং ছাত্রী ১,২৯,৭০৩ জন। উত্তীর্ণ : ২,৩৬,৪৪৪ জন এবং পাসের হার: ৯২.৯৪%।

৩.৫.৯.১২ 'মীনা দিবস'

মীনা বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র। মীনা কার্টুন চরিত্রটি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল তথা দক্ষিণ এশিয়ার মেয়ে শিশুদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি বালিকা চরিত্র। মীনা চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৯১ সালে একজন দশ বছর বয়সী বালিকা হিসেবে। মীনা নামের এই বালিকা চরিত্রটি মেয়ে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। শিশুদের সাথে সব বয়সের মানুষই মীনাকে খুব পছন্দ করে। সে কারণে ১৯৯৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর হতে দেশব্যাপী 'মীনা দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে। প্রতিবছরই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ দিবসটি পালন করে আসছে।

৩.৫.৯.১৩ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঃ বিদ্যালয়, ক্লাস্টার ও উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী, শিক্ষক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাকে পদক ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান করা। ২০১৭ সালের ২৯ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন। আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৬-এর ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ঃ

ইভেন্ট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১০০ মিটার দৌড়	৩	৩	৬
দীর্ঘ লাফ	৩	৩	৬
উচ্চ লাফ	৩	৩	৬
ভারসাম্য দৌড়	৩	৩	৬
উপস্থিত বক্তৃতা	৩	৩	৬
ক্রিকেট বল নিক্ষেপ	৩	৩	৬
অংক দৌড়	৩	৩	৬
একক অভিনয়	৩	৩	৬
পল্লী গীতি/আঞ্চলিক গান	৩	৩	৬
আবৃত্তি	৩	৩	৬
চিত্রাঙ্কন	৩	৩	৬
দেশাত্মবোধক গান	৩	৩	৬
নৃত্য	৩	৩	৬
কাব শিশু	১	২	৩

এছাড়াও শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক, শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রেষ্ঠ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, শ্রেষ্ঠ উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী, শ্রেষ্ঠ পিটিআই, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝরে পড়া উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সক্ষম বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ জেলা ও শ্রেষ্ঠ উপজেলাকে পদক প্রদান করা হয়।

১.৫.৯.১৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুমোদিত পদসংখ্যা ছিল ৪,৪৭,৯৬৭টি । বর্তমানে কর্মরত পদ সংখ্যা ৩,৮৪,৩৬২টি এবং মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৪৯,৭১৮টি। জেলা কর্মকর্তার শূন্য পদ ২৩টি সহ অন্যান্য ২য় শ্রেণির প্রধান শিক্ষকসহ ২১,২৫৫টি, সহকারী শিক্ষক ২০,৪৮৬টিসহ ৩য় শ্রেণির অন্যান্য ৯৭৫টি এবং ৪র্থ শ্রেণির দপ্তরী কাম প্রহরীসহ ১৫,৭৮০টি । প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে ৭৬ জনের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং তৃতীয় শ্রেণির অন্যান্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৭৯০৭টি। এর মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে ৩,১২১টি। অনিষ্পন্ন রয়েছে ৪,৭৮৬টি।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৭৩টি। এর মধ্যে নিস্পন্ন হয়েছে ৩০টি । অনিস্পন্ন রয়েছে ৪৩টি।

৩.৫.৯.১৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রম

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রায় ৬৫ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০৩ লক্ষ ৯৩ হাজার শিক্ষক, ০২ কোটি ২০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, ৫০৮টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৫০৮টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ৬৭টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই), ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ০৭টি বিভাগীয় অফিসকে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

গুণগত ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১-এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত নিম্নরূপ আইসিটি অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে ঃ

* অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর ও ইনস্টিটিউট-এ কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতি সামগ্রী তথা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাদি ব্যবহার করে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে।
* অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাটা সেন্টার ও শক্তিশালী সার্ভারের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য সংগ্রহ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
* প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং ওয়াই-ফাইসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধাদি কার্যকর রয়েছে।
* শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৬টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, এছাড়াও প্রতিটি ল্যাবে ২০টি করে কম্পিউটার, ০৫টি করে ল্যাপটপ কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হয়েছে।
* প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৬৫০০০) মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুতির মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট মডেম ও সাউন্ড সিস্টেম) সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
* ইতোমধ্যে ৮৯২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে ১৩,২৫৪ টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে। ৫০,০০০ ল্যাপটপ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আরও ৩৬,৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া ও ৫১,০০০ সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ল্যাপটপ বিতরণের ক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে, যে সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এবং আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে সেইসব বিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

* পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হবে। আগামী জুন ২০১৮-এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংযুক্ত সকল বিদ্যালয় ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর বিতরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
* মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইস বিতরণের নতুন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিম্নরূপ সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে ঃ

* প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রতি বছর প্রায় ৩৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীগণ সরাসরি ফলাফল পাচ্ছে। তাছাড়া মোবাইলের এসএমএসের মাধ্যমে সমাপনী ফলাফল গ্রহণ করতে পারছে।
* ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও চাকুরিকালীন তথ্যসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে ডাটাবেস হতে শিক্ষকদের বিভিন্ন সেবাসমূহ প্রদান করা হবে।
* সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মোবাইল এসএমএস ও অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যেমে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয় এবং সকল দরখাস্তকারীর প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষার সময়সূচি অবগত করানো মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে হয়ে থাকে।
* সারাদেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কার্যক্রম অনলাইন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও জেলা পর্যায়ে সরাসরি প্রশ্নপত্র প্রিন্ট-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে অতি স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও অধিক স্বচ্ছতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম সমাধান করা হচ্ছে।
* Online Accounting System-এর মাধ্যমে প্রাইমারি এডুকেশন ডেপেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-৩ (পিইডিপি-৩) এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১,১৫৩ অফিসের প্রোগ্রাম চলাকালীন বরাদ্দসমূহ অনলাইনে প্রেরণ ও ব্যয় বিবরণী অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে সরাসরি সার্ভারে গ্রহণ করা হচ্ছে।
* ৮০টি উপজেলায় ই-মনিটরিং পাইলট প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক যে কোন স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করতে পারে। এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে চালু করা হচ্ছে।
* গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর ও মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলায় ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য (ছবি ও জন্ম নিবন্ধন নম্বর, পিতা মাতার ভোটার আইডিসহ) সরবরাহের পাইলট প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।
* PEPMIS Online Database এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
* অনলাইন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সকল বিদ্যালয় (All Type) এর বই-এর বছর ওয়ারি চাহিদা নিরূপণ ও বিতরণের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
* বাৎসরিক বিদ্যালয় শুমারি (APSC)-তে ২০১৭ সালে ২৬৩টি উপজেলায় অনলাইনে সকল বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৪৫টি উপজেলায় অফলাইনে সকল বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে ।

* ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশের ২ লক্ষ ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর মায়ের মোবাইল নম্বরে শিওর ক্যাশ-এর মাধ্যমে অনলাইনে উপবৃত্তির টাকা প্রেরণ করা হচ্ছে।
* ডিপিই কন্টাক্ট অ্যাপস: মোবাইল ভিত্তিক এই অ্যাপসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোবাইল নম্বরসহ আনুষঙ্গিক সকল তথ্য জানা যাচ্ছে।
* এ বছর হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ইবেতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষা কার্যক্রম ও মোবাইল এসএম-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল ক্লাসরুম বাস্তবায়নে অগ্রগতিসমূহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ইতিমধ্যেই দেশের ৩৭০ জন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি রিসোর্স পুল গঠন করা হয়েছে। উক্ত রিসোর্স পুলের আওতায় পিইডিপি-৩ এর মাধ্যমে প্রতি বছরে প্রায় ১৫,০০০ শিক্ষককে দেশের জেলা পর্যায়ের পিটিআইসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪২,০০০ শিক্ষককে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি) আলোকে গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ক ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেটে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের ধারণাসমূহ আরও আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করতে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ছবি, চার্ট, ডায়াগ্রাম, অডিও ভিডিও-সহ মাল্টিমিডিয়া উপকরণসমূহ সংযোজন করে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্লাসরুমে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক/প্রশিক্ষক, প্যাডাগোজি বিশেষজ্ঞ, এডুকেশন সেক্টর বিশেষজ্ঞ, চাইল্ড সাইকোলজিষ্ট, কালার ও অ্যানিমেশন বিশেষজ্ঞদের সরাসরি অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে প্রতিটি অধ্যায়ের কাঙ্ক্ষিত শিখনফলের আলোকে এই ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্টসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে–

* কন্টেন্টসমূহ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়কে সহজ এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
* কন্টেন্টসমূহ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষে রূপান্তর করা হচ্ছে।
* পাঠদান অধিকতর মনোযোগ-আকর্ষণীয় হচ্ছে।
* বিষয়ভত্তিক ধারণা স্পষ্ট ও উন্নততর হচ্ছে।
* পাঠ্য সম্পর্কে শিক্ষকের অনুধাবন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য স্ব-শিক্ষণের ব্যবস্থার সুযোগ হচ্ছে।
* আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিচিতি বাড়ছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ
এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এম.পি
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৩.৫.৯.১৬ Second Chance and Alternative Education programme

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার মহানগর এলাকা এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গাইবান্ধা জেলার নির্বাচিত এলাকা হতে ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত ৮-১৪ বছর বয়সী মোট ০১ লক্ষ শিশুকে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২১ জুন ২০১৭ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে ০১ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুকে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রদানের জন্য নির্বাচিত বাস্তবায়ন সংস্থা ISA-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন এওপি নং-এর বিপরীতে মোট ৭১,৮৩,১০০.৪৮ টাকা বরাদ্দ পায় এবং মোট ৩৯,৩২,২১৩.০০ টাকা ব্যয় করতে সক্ষম হয়। অব্যয়িত ৩২,৪৯,৮৩৮.৪৮ টাকা যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়।

৪.০ পিইডিপি-৩ বহির্ভূত অন্যান্য প্রকল্প

৪.১ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ, সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে, মান উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৪.১.১	কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪,০০,০০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.১.২	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯
৪.১.৩	অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার
৪.১.৪	প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ (সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপালিটি-সহ) এবং ৮৭টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিদ্যালয়।
৪.১.৫	সামগ্রিক লক্ষ্য	:	শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারসহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধি।
৪.১.৬	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	বিদ্যালয়গামী ০১ কোটি ৪০ লক্ষ দরিদ্র শিশুর উপবৃত্তি প্রদান।

৪.১.৭ ২০১৬-১৭ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ	১৪০০০০.০০	১৪০০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৩৮৮৯৫.৩৩	১৩৮২২৫.৭৯
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.২১%	৯৮.৭৩%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	১৩৮৮৯৫.৩৩	২৭৭১২১.১২

অর্জন : প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতিরেকে গ্রামীণ এলাকার ১০০% অসচ্ছল পিতামাতার সন্তান উপবৃত্তি সুবিধাভোগীর আওতাভুক্ত। এ সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়গামী ১ কোটি ১৭ লক্ষ দরিদ্র শিশুর উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)

যে সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে অথবা যারা কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি অথচ বয়স ১৪ বছর হয়েছে– ঐ সকল শিশুর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সাফল্যের প্রেক্ষিতে ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়েছে– যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

উপজেলা পর্যায়ে সাফল্যের পর দেশের ১০টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তিগুলোতে ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে ২০১৬ সাল হতে আরবান স্লাম আনন্দ স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১০টি সিটি কর্পোরেশনে ৩৫০টি কম্পাউন্ডে ১,৬৪৭টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৪,১৮৪ জন বস্তিবাসী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পর যে সব কিশোর/যুব পরবর্তীতে আর শিক্ষা না নিয়ে নিষ্ক্রিয়/বেকার; এমন ১৫-২৩ বছর বয়সী কিশোর/যুবকদের প্রাক-বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে পরবর্তীতে জীবিকা অর্জনে সহায়ক হিসাবে গড়ে তুলতে ২০১৬ সাল হতে রস্ক-২ প্রকল্পের আওতায় (রস্ক ১ম পর্যায়ের) ৯০টি উপজেলায় প্রি-ভোকেশনাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৪.২.১	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১,০৮,৫২৫.৭৬ লক্ষ টাকা
৪.২.২	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৮।
৪.২.৩	অর্থায়নের উৎস	:	৫,৮০৮.৫৩ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার); ১,০২,৭১৭.২৩ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- বিশ্বব্যাংক)
৪.২.৪	প্রকল্পের এলাকা	:	দেশের ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলা
৪.২.৫	সামগ্রিক লক্ষ্য	:	* দরিদ্র ও সুবিধা–বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভূত ঝরে পড়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার জন্য ২য় সুযোগ সৃষ্টি করা। * নারীর ক্ষমতায়ন। * মানসম্মত শিক্ষা ও যোগ্য শিক্ষক তৈরি।
৪.২.৬	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	* ২১৩৬১টি শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.২০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান। * আরবান স্লাম শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১০টি সিটি কর্পোরেশনে ৫০ হাজার বস্তিবাসী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান। * নির্বাচিত ৯০টি উপজেলায় কিশোর/যুব পরবর্তীতে আর শিক্ষা না নিয়ে নিস্ক্রিয়/বেকার এমন ২৫ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রাক-বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪.২.৭ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থবছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ	৬,৮২৪.০০	১৪,৫৬০.০০	১৬,৫৫৩.০০	১৪,৭৬৬.০০	১৬,৫০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৯৮.৬৭	১৪,২১৬.৬২	১৪,৫৫৩.৪৭	১৩,০৯২.০৪	১৪,৪১৯.৭৭
ব্যয়ের শতকরা হার	২.৯১	৯৭.৬৪%	৮৭.৯২%	৮৮.৬৬%	৮৭.৩৯%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	-	-	-	-	৫৬,৪৬৯.৮৪

৪.৩ চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) :

বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে অবকাঠোমো বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর মাধ্যম বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯,১২,৩৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২।
অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।
প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
সামগ্রিক এলাকা	:	জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারপূর্বক ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	প্রকল্পের আওতায় ৪০,০০০টি (চল্লিশ হাজার) শ্রেণিকক্ষ পুনঃনির্মাণ, ৪০,০০০টি (চল্লিশ হাজার) শ্রেণিকক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ ৮,০০০টি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থবছর	২০১৬-১৭
বরাদ্দ	২.০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৭২.১৯
ব্যয়ের শতকরা হার	৮.৬০%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	৮.৬০%

অর্জন : প্রকল্পটি গত ২২.১২.১৬ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ থেকে শুরু হবার কথা থাকলেও প্রকল্প পরিচালক ২১.০৩.১৭ খ্রিঃ তারিখে পদায়ন হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের কার্যক্রম মার্চ/২০১৭ মাসে শুরু হয়েছে।

৪.৪.২.দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি :

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হলো দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার কল্যাণে গৃহীত সফল একটি কর্মসূচি। দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির পূর্বেই ঝরে পড়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ধারিত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত করে স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই বিস্কুটগুলো স্কুল সময়ে বিতরণ করা হয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রকল্প কার্যালয় হতে নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে

* প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪,৯৯,১৯৭.২৯ (জিওবি : ৩,৭৩,৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য : ১,২৫,৪৯০.৪৭)।
* প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০২০।
* অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।
* প্রকল্প এলাকা : ৩৫টি জেলার ১০৪টি উপজেলা।
* প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য :
    * প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ
    * প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
    * প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ
    * প্রাথমিক শিক্ষ চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ
    * প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন।

*** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা :** দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১০৪টি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ৩২.৩১ লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চমানের পুষ্টিসমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম বিস্কুট বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অর্থায়নে পরিচালিত সর্বমোট ১০১টি বিদ্যালয়ের ১৬,৩৭৭ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে পাইলট ভিত্তিতে রান্না করা খাবার (মিড-ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে (বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল ইউনিয়নে ৬৫টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০,৪২৭ জন এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নে ৩৬টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৯৫০ জন)।

*** কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :**

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯,০৪০.০০	৯,০৯০.০০	৬.৮৬	৮,৮৯০.০০	৮,৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০,৪০০.০০	১৩,৫৫০.০০	২৩,৯৫০.০০	৯৮,৭৬৫৫	১৩,৫৫০.০০	২৩,৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২,৯০০.০০	২০,১০০.০০	৪৩,০০০.০০	২২,৮৭৩.৮৬	২০,০৯৯.১৭	৪২,৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮,০০০.০০	১৮,৩০০.০০	৪৬,৩০০.০০	২৭,৯৬৫.৬৪	১৮,২৯৯.২৭	৪৬,২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭,০০০.০০	১৪,৮৮০.০০	৪১,৮৮০.০০	২৬,৯০১.৬০	১৪,৮৭৮.৩২	৪১,৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬,১৬৬.০০	১২,০০০.০০	৪৮,১৬৬.০০	৩৬,০৭২.৬৫	১১,৯৯৮.৫৭	৪৮,০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	৪১,৮৩০.০০	১২,১৮০.০০	৫৪,০১০.০০	৩৬২৯,৬.১৬	১২,১৭০.৬৩	৪৮,৪৬৬.৯৭	৮৯.৭৪%

অর্জন : ৩০ লক্ষ ০৫ হাজার ৪৫৮ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

৪.৪.২ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করার বিধান রাখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে ঐ সমস্ত এলাকার শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করে এমডিজি এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে গমনের সুযোগ প্রদানের সুবিধার্থে যে সকল এলাকায় কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই– সে সকল এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং এর সাথে আসবাবপত্র সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত জরিপে বেশ কিছু বিদ্যালয়বিহীন এলাকা চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে "বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিদ্যালয়বিহীন এলাকার তালিকা হতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪.২.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৯০৫৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা।

৪.২.৪ প্রকল্পের মেয়াদ ঃ অনুমোদিত:
জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর২০১৭। মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রক্রিয়াধীন ঃ জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৮।

৪.২.৫ অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার।

৪.২.৬ প্রকল্পের এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

৪.২.৭ সামগ্রিক লক্ষ্য ঃ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৪.২.৮ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ১৫০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

৪.২.৯ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	২০১৬-১৭ অর্থবছর
বরাদ্দ	১,৮৭০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৩,৩০১.৩২
ব্যয়ের শতকরা হার	৭১.১৩%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	৭৯৯,৬৩.১৩

অর্জন : ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৮৯টি, প্রকল্প শুরু থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৩৬৮টি এবং প্রকল্প শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৪৫৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

৫.১ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পিটিআইয়ের নির্মাণ কার্যক্রমগুলো প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫.১.১	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৬৯৪৪.৭৫ লক্ষ টাকা
৫.১.২	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭।
৫.১.৩	অর্থায়নে উৎস	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার
৫.১.৪	প্রকল্পের এলাকা	:	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর, ঢাকা, শেরপুর, রাজবাড়ী, মেহেরপুর, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি।
৫.১.৫	সামগ্রিক লক্ষ্য	:	১২ পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং প্রতিবছর ১৫৮৪ জন শিক্ষককে সিইনএড প্রশিক্ষণ প্রদান
৫.১.৬	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ১২টি পিটিআই স্থাপন।

৫.১.৭ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থবছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ	২৫.০০	৪১০০.০০	৫৮৫০.০০	৫০২০.০০	৪৫০০.০০	২৪৭০.০০	৩০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	০.৪৬	৪০৯৫.২৫	৫৭৮৭.৬৬	৫০০৩.৯০	৪৪৩৬.২৫	২৩৪৬.৮৪	১৯০.৮০
ব্যয়ের শতকরা হার	১.৮৪%	৯৯.৮৮%	৯৮.৯৩%	৯৯.৬৮%	৯৮.৫৮%	৯৫.০১%	৬৬.০০%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি							২২৫০৭.২২

অর্জন : দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ১২টি পিটিআইতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৬৬.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিবি)

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির আবশ্যকতা থাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের ন্যায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৮০টি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.১.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০৯৫১.৫৬ লক্ষ টাকা

৬.১.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুন ২০১৮ পর্যন্ত

৬.১.৩ অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য

৬.১.৪ প্রকল্পের এলাকা : বাংলাদেশের ২০টি জেলার ৮৩টি উপজেলা

৬.১.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য : দেশি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্যমানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থাকরণের নিমিত্তে শিক্ষার উন্নততর পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ :

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য উন্নততর ভৌত অবকাঠামোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান।

(গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল স্কুলগামী শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।

৬.১.৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : ১৭০টি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

৬.১.৭ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ	১১৩৫.০০	৪০০০.০০	৯৪০০.০০	৪৩৮৩.০০	৪১১৭.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৭১.৯৮	৩৯৯২.৪১	৮৩১৮.৩৫	৪৩২১.৫৮	১০৪৯.৪৩
ব্যয়ের শতকরা হার	৬.৩৪%	৯৯.৮১%	৮৮.৪৯%	৯৮.৬০%	২৫.১২%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি					১৭৮৩০.৪৯

অর্জন : ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ১৪০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে বাস্তব অগ্রগতি ৮৭.৫৬%।

৭.১ ইংলিশ ইন অ্যাকশন

বাংলাদেশ প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম মূলত বাংলা। ইংরেজি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর বই বাংলায় প্রণীত। ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে দক্ষ পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনুদানে প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৭.১.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪.৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা

৭.১.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।

৭.১.৩ অর্থায়নে উৎস : বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।

৭.১.৪ প্রকল্পের এলাকা : ০৮ বিভাগ, ৬৪ জেলা, ২৪৫ উপজেলা।

৭.১.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য : ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৭.১.৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : ৪৫.০০০ প্রাথমিক শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭.১.৭ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থবছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বরাদ্দ	১৮০৩.০০	৭৪০০.০০	১৮৭২.০০	১৮৭৬.০০	১৪০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৮০২.৮৭	৭৩৮৩.৯৯	১৮৬০.৪৫	১৮১৪.৮৮	১৩৪৪.৫৯
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.৯৯%	৯৯.৭৮%	৯৯.৩৮%	৯৬.৭৪%	৯৬.০৪
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি					১৪২০৬.৭৭

অর্জন : ১০০% অগ্রগতি।

৮.১. শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

* ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

গত ০২.০৭.১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে "পথকলি ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি "শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট" নামকরণ করা হয়।

*** ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

(ক) ভাগ্যাহত, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(খ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(গ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।

*** ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার স্বার্থে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী- ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকার বলে); মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য চারজন সরকার কর্তৃক মানোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

*** ট্রাস্টের জনবল**

(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ০১ জন পরিচালক, ০১ জন উপপরিচালক ও ০২ জন সহকারী পরিচালক, ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ০১ জন উপসহকারী প্রকৌশলী ও ০১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিদ্যমান।

*** বিদ্যালয়সমূহ**

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে-ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ২৮৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

(খ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ ঢাকার কাপ্তানবাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, রাজৈর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও যশোর উপশহরে সর্বমোট ০৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

(গ) শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (কারিগরি প্রশিক্ষণসহ) মোট ১২২৭ জন শিক্ষক ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

(ঘ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৫০টি নিজস্ব ভবনে, ৭৯টি বিদ্যালয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির পর এবং অন্যান্য স্থাপনায় ৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ১৯টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

(ক) ট্রাস্টের দপ্তর

১। শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ

* ট্রাস্ট দপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ০২ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

* ২০১৬ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫৮ জন শিক্ষক/কর্মচারী (৫৪ জন শিক্ষক ও ০৪ জন) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২। নতুন বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত

ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন ১১৪টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়সমূহে ৬৮৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত হিসেবে ট্রাস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

(খ) বৃত্তি কার্যক্রম

সমাপনী পরীক্ষা-২০১৭

(১) ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ হতে ২২২৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং ২,০৪৭ জন বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৬.৫৫%।

বৃত্তি পরীক্ষা

(২) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ২য় শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এবং ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতি বৎসর বিভিন্ন শ্রেণিতে সর্বমোট ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। মাসিক বৃত্তির হার ৬০০/- টাকা।

(৩) একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভোগ করেন।

(৪) বিভিন্ন শ্রেণিতে বৃত্তি প্রাপ্তদের তালিকা অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অথবছরে মোট ৯৪৭ জন ছাত্রছাত্রী বৃত্তি সুবিধা পান।

প্রশিক্ষণ প্রদান

(৫) ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষক ও ৩০ জন শিক্ষিকা সিইনএড/সিএড/ডিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বিদ্যালয় সংস্কার ও মেরামত

(৬) ট্রাস্ট পরিচালিত ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস পরিচালনা খাতে ব্যয়ের বাজেট ঃ

* মূলধন ২৩,১৬,৯০,২৮৮/-

* বাজেট বরাদ্দ ১,৩৯,৮৯,৯০০/-

* বাজেট ব্যয় ১,১২,৩৩,২৩৯/-

(২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি পরিচালনা খাতে ব্যয়ের বাজেট ঃ

* মূলধন ১৩,৯৯,১৫,৫৫১/-

* বাজেট বরাদ্দ ১,০৪,০০,০০০/-

* বাজেট ব্যয় ৭৯,০৬,৯৩৭/-

(৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয়ের বাজেট;

* বাজেট বরাদ্দ ২৭,০০,০০,০০০/-

* বাজেট ব্যয় ২২,৮৫,২৮,৪৮৯/-

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

১. ভূমিকা ঃ ইতোমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। নিরক্ষরতা এ দেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এখনো দেশের প্রায় ২৭.৭০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরি। দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭২.৩০% (বিবিএস ২০১৬)। এনএফই ম্যাপিং রিপোর্ট-২০১০ অনুসারে দেশে ১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ। এ বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা প্রদান করতে না পারলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন লক্ষ্যদলের উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে।

৯.২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪:

শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষর জ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়। এ আইনের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে সাক্ষরতা ও দক্ষতা অর্জনকারীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমতুল্য মানের স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে ।

৯.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি

(ক) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) কিশোর-কিশোরী যারা বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি কিংবা বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়েছে, তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি;

(গ) শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত সকল বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠোমোর প্রিভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতার ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি

(ঘ) আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হাওর, চর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান, বা এরূপ কোন অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

(ঙ) দুস্থ জনগোষ্ঠী (যেমনঃ পথশিশু, বস্তিবাসী, বেকার যুব নারী-পুরুষ, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী নারী-পুরুষ, ইত্যাদি)।

(চ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও যুব নারী-পুরুষদের জন্য বিশেষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।

৯.৪ উপানুষ্ঠানিক ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো :

একজন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্ব প্রদান করছেন। ০২ জন পরিচালক, ০৩ জন উপপরিচালক ও ০৬ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ৭৭টি মঞ্জুরিকৃত পদ রয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে ৬৪ জন সহকারী পরিচালকসহ ১৯২টি মঞ্জুরিকৃত পদ রয়েছে।

ক) প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
কর্মকর্তা :			
মহাপরিচালক	১	১	০
পরিচালক	২	২	০
উপপরিচালক	৩	৩	০
সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০
১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৮	৮	০
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১	০	১
অন্যান্য	৬১	৫১	১০
মোট :	৭৭	৬৬	১১

খ) জেলা পর্যায়ের কাঠামো ঃ

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। জেলা পর্যায়ের মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১. সহকারী পরিচালক	৬৪	৪৬	১৮
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৪	৬২	২
৩. অফিস সহায়ক	৬৪	৬৩	১
মোট ঃ	১৯২	১৭১	২১

৯.৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ICT সম্পর্কিত কার্যাবলী ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত ও গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের চারটি ফ্লোরে ৬০টি কম্পিউটার Local Area Network (LAN) এর মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে ইতোমধ্যে ইন্টারনেট ও Wi-Fi এর আওতায় আনা হয়েছে– যার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজিতে উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে– যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd www.bnfe.gov.bd। উক্ত পোর্টালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, সাক্ষরতা দিবসের ক্রোড়পত্র, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সাংগঠনিক কাঠামো, সিটিজেনস চার্টার, কর্মকর্তাদের তালিকা, সাক্ষরতা দিবস প্রকাশনা স্মরণিকা ২০১৭ এবং প্রকল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)-র বাজেট, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন সার্কুলার, দরপত্রসহ অত্র ব্যুরোর চাহিদা মোতাবেক ওয়েব পোর্টাল প্রতিনিয়তই আপডেট হচ্ছে।

৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সকল কর্মকর্তার (প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়) দাপ্তরিক ই-মেইল (Web-Mail) এড্রেস প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দাপ্তরিক ই-সার্ভিস সম্পন্ন হচ্ছে।

৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ফেইস বুক পেইজ (উশিব্যু ফেইসবুক) উন্মুক্ত করা হয়েছে, যা পোর্টালের ডান দিকে f চিহ্নিত Link করা আছে।

৫) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ইনোভেশন কর্নার চালু করা হয়েছে (ইনোভেশন কমিটি, ইনোভেশন কর্মবণ্টন, উদ্ভাবনী ধারণার প্রস্তাব আহ্বান ও উদ্ভাবনী ধারণার প্রস্তাব ফরম) যা পোর্টালের ডানদিকে Link করা আছে।

৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত Bangla Govt.Net ও ইনফো-সরকার প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুইচ, সুইচবোর্ড, সার্ভার কানেক্টিভিটি ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কনফারেন্স রুমে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সরাসরি যোগাযোগের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ৩টি আইপি ফোনের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৭) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি, বেসরকারি এবং আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো জাতীয় পর্যায়ে একটি অনলাইন NFE MIS (Non-Formal Education Management Information System) প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে অনলাইনে সকল প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে থাকে এই সফ্টওয়ারের মাধ্যমে। www.nfemis.bnfe.gov.bd)।

৮) মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলায় ৭১৮১টি শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করে ১২ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে যাদের বয়সসীমা ১১-৪৫ বছর তাদেরকে ১৬টি ট্রেডের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সকল তথ্যাবলি Online Software (www.plcmis.gov.bd) এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

৯) ৬৪ জেলা সহকারী পরিচালক ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং জেলা অফিসসমূহে ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে।

১০) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিকোডের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে বর্তমানে ডিজিটাল নথি নাম্বারিং পদ্ধতি (ডিজিটাল নম্বর) ব্যবহৃত হচ্ছে।

১২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ জানুয়ারি ২০১৭ সালে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৩) ডিজিটাল ডায়েরি ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে আহ্বান করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ধারণাসমূহের প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে।

১৫) ব্যুরোর ০২টি অনলাইন সফটওয়্যার (পিএমআইএস ও পেনশন) চালু রয়েছে। নিয়মিতভাবে ডাটা এন্ট্রি করা হচ্ছে।

৯.৬ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

সাক্ষরতার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে শিক্ষার্থীগণ তাদের অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা ধরে রাখতে পারে না এবং পুনরায় নিরক্ষরে পরিণত হয়। তাই নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা ধরে রাখার জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান করা না গেলে নব্য সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখা, দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষরতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবন-মানের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প (পিএলসিইএইচডি)-১, ২, গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় পিএলসিইএইচডি-১ ও ২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়।

এক নজরে বাস্তবাবায়িত প্রকল্পসমূহ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত লক্ষমাত্রা নিম্নরূপ :

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	লক্ষ্যদল	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)	জুলাই ১৯৯১-জুন ১৯৯৬	* প্রি প্রাইমারি শিক্ষা (৪-৫ বছর বয়সী) * উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা (৬-১০ বছর বয়সী) * উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী শিক্ষা (১১-১৪ বছর বয়সী) * বয়স্ক শিক্ষা (১৫-৪৫ বছর বয়সী)	১৬.৬৮ লক্ষ	২৪.৬৯ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১	জানুয়ারি ১৯৯৬-জুন ২০০১	১৫-২৪ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	২৯.৬১ লক্ষ	২৯.৬১ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২	জুলাই ১৯৯৫-জুন ২০০২	১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	৫৯.০২ লক্ষ	৩৬.১৮ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩	জানুয়ারি ১৯৯৬-জুন ২০০৪	৮-১৪ বছর বয়সী কর্মজীবী শিশু-কিশোর	৩.৫১ লক্ষ	৩.৫১ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪	এপ্রিল ১৯৯৭-জুন ২০০৩	১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	২২৮.৮৯ লক্ষ	৯২.২৫ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি-১	জানুয়ারি ২০০১-ডিসেম্বর ২০০৭	১৫-২৪ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	১৩.৫৬ লক্ষ	৯.৭৩ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি-২	জুলাই ২০০২-জুন ২০১৩	১৫-২৪ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	১২ লক্ষ	১১.৪০ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি-৩	জুলাই ২০০১-জুন ২০০৭	১৫-২৪ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	০.০৬৩ লক্ষ	০.০৬৩ লক্ষ
শহরে কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১৪	১০-১৪ বছর বয়সী শহরের ১৬৬১৫০ জন নিরক্ষর ও ঝরে পড়া কর্মজীবী শিশু	১৬৬১৫০ জন	১৪৬৯৪২ জন মৌলিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এবং তার মধ্যে ১৭৬০৪ জনকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১) Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum Development:

মূল উদ্দেশ্য : প্রিভোক-১ ও প্রিভোক-২ স্তরের ৬টি ট্রেডের (১. এগ্রিকালচার মেশিনারিজ, ২. পোল্ট্রি, ৩. ওয়েল্ডিং, ৪. হাউজ কিপিং, ৫. কুকিং এবং ৬. কেয়ার গিভিং) কারিকুলাম তৈরি করা।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৩।

অর্জনসমূহ : প্রিভোক-১ স্তরের ১টি এবং প্রিভোক-২ স্তরের ৬ (ছয়)টি কারিকুলাম উন্নয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো (বিএনসিইউ) এর আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রিভোক-১ এর শিক্ষা উপকরণের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, শীঘ্রই তা চূড়ান্তকরণ করা হবে।

২) Capacity Building for Education for All (Cap EFA)-Literacy and Non-formal Education Programme:

সমতুল্যমানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জাতীয় পর্যায় NFE-MIS/Database তৈরি এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ-এর জন্য ইউনেস্কোর সহায়তায় ২০১২ সালে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। বয়স্ক সাক্ষরতার উন্নয়ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষাকে পদ্ধতিগত ও যুগোপযোগী করা ছিল এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে রংপুর জেলার ২টি এবং সিলেট জেলার ২টি উপজেলায় এ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

৯.৭ চলমান প্রকল্প:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪) জেলা' নামক একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	৪.৫ মিলিয়ন (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক নিরক্ষর যাদের বয়স ১৫-৪৫ বৎসর তাদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রদান করা।
কর্ম এলাকা	:	দেশের ৬৪টি জেলার নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলা।
বাস্তবায়নকাল	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮।
প্রকল্প ব্যয়	:	টাকা ৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ (চার শত বায়ান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার)।

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১৭৫ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩৮.৮১ লক্ষ টাকা ও ব্যয়ের শতকরা হার ৩.০৮%। নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে কর্ম এলাকার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর বেইজ লাইন সার্ভে চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রাইমারি, শিক্ষক সহায়িকা, ম্যানুয়াল ও ফ্লিপ চার্ট মুদ্রণ সম্পর্কিত দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষক-সুপারভাইজার নির্বাচন সম্পন্ন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয় এবং সরবরাহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জুলাই ২০১৮ মাসে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি শুরু করা যাবে।

৯.৮ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি : উপনুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, Perspective Plan (2010-2021), Seventh Five Year Plan, Sustainable Development Goal (SDG)-4 এর আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত ইউনেস্কোর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট প্রণয়ন' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় একটি প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রোগ্রাম ডকুমেন্টের ওপর ভিত্তি করে এখন ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। আশা করা যায়, আগামী অর্থবছর হতে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রায় ৩০০০০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

২) প্রতিটি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় স্থায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজার চাহিদা অনুযায়ী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে। এর ফলে তাদের দেশে ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লে-আউট ডিজাইন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণের কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (NFEDP) আওতায় তা বাস্তবয়ন করা হবে।

৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে এবং কিছু শহর এলাকায় ৫০২৫টি ICT বেইজড স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে ৮-১৪ এবং ১৫-৪৫ বছর বয়সী নারী-পুরুষ সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। অব্যাহত শিক্ষা ও জীনব্যাপী শিক্ষার (Lifelong Learning) সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের লে-আউট ডিজাইন ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ এর কাজ চলমান আছে ।

৪) উপকরণ উন্নয়ন : Pre-voc level-1 এবং Pre-voc level-2 এর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেডভিত্তিক কারিকুলাম এবং শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বাজার চাহিদাভিত্তিক ট্রেড নির্বাচন করে সে ট্রেডের কারিকুলাম এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হবে। এর ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ অনুযায়ী প্রি-ভোক-১ ও ২ স্তরের ভোকেশনাল শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বাজার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে।

৯.৯ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চ্যালেঞ্জসমূহ :

১) খণ্ডকালীন প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় কোন কর্মসূচির টেকসই বাস্তবায়ন কাঠামো সৃষ্টি হচ্ছে না।

২) প্রকল্প শেষে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের পরবর্তী ফলোআপ কার্যক্রম না থাকায় প্রকল্পের ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বিদ্যমান জনবল কাঠামো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং উপজেলা পর্যায়ে কোন জনবল কাঠামো না থাকায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে NGO সমূহের ওপর নির্ভর করতে হয় যাতে সর্বক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হয় না;

৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত জরিপ ও গবেষণার সুযোগ নেই ফলে পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে কারিকুলাম ও বাস্তবায়ন কৌশল উদ্ভাবন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫) প্রকল্প ভিত্তিক কর্মসূচির পরিবর্তে টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

৬) প্রকল্প-ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ না দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

৭) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ICT বেইজড স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) ও জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা।

৮) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণোদনা (incentive) প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; এবং

৯) নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ডাটাবেইজ তৈরি করা।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)
ময়মনসিংহ

যোগাযোগ : জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), একাডেমী রোড, গোহাইলকান্দি, ময়মনসিংহ।
ফোন : ০৯১-৬৬৩০৫, ফ্যাক্স : ০৯১-৬৭১৩২
www.nape.gov.bd
email : dgnape@gmail.com

১০. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী নেপ)

ভূমিকা

"মৌলিক শিক্ষা একাডেমী" (Academy for Fundamental Education) নামে নেপ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)" হিসেবে ১৯৮৫ সালে এর নামকরণ করা হয় । ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও গবেষণার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান লক্ষ্য হলো প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে নেপ সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ক্যাম্পাস

ভিশন (Vission)

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

মিশন (Mission)

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকগণের সর্বোচ্চ পেশাগত মান ও যোগ্যতা নিশ্চিত করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ।

নেপ-এর সাংগঠনিক কাঠামো

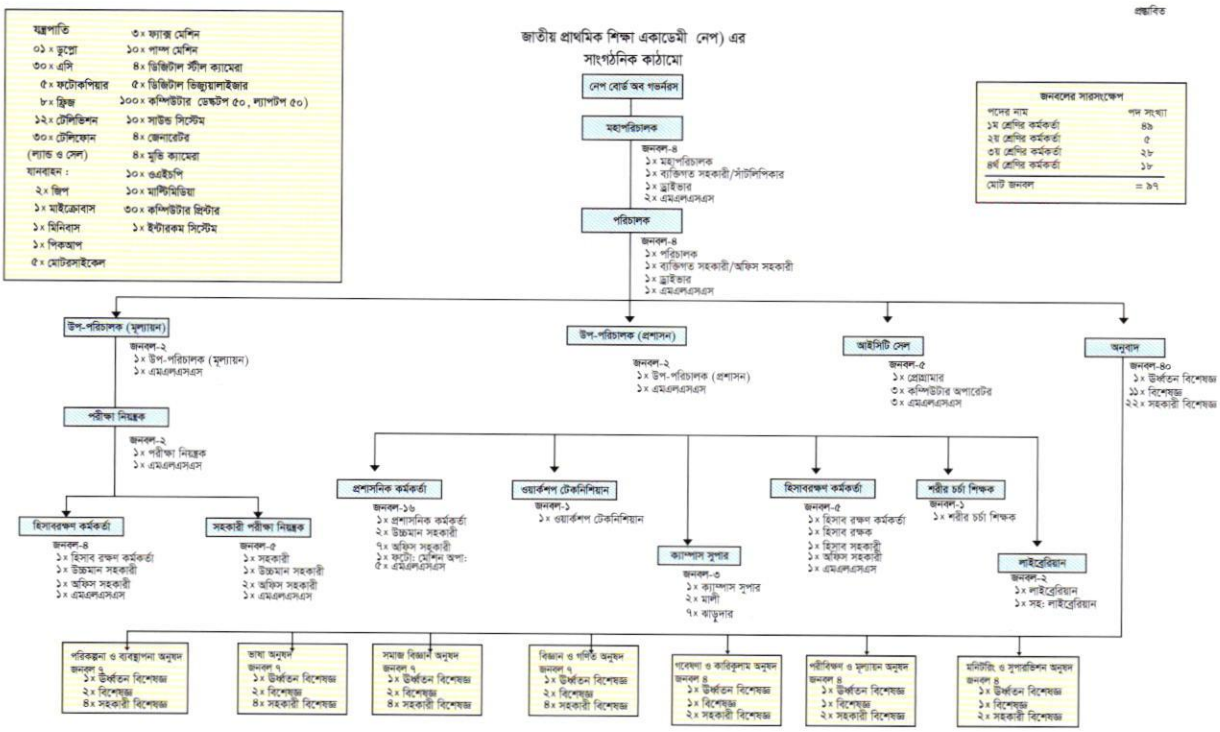

নেপ-এর কর্মপরিধি

* মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
* প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
* প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
* শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা ।
* প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটর এবং সুপারভিশন করা।
* সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) ও ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।
* প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
* গবেষণাপত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক রচনা সম্বলিত জার্ণাল প্রকাশ করা।
* প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
* শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা।

* প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা।
* প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
* প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন-এর আয়োজন করা এবং জার্নাল ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তরণ ঘটানো ।
* প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, এনসিটিবি, পিটিআই ও ইউআরসি-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন।

নেপ বোঁড অব গভর্নরস

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কাজ অনুমোদন দানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২. যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩. যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪. রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নহে)	সদস্য
৫. যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭. চেয়ারম্যান, এনসিটিবি	সদস্য
৮. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	সদস্য
৯. পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০. জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১. বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২. জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩. অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪. মহাপরিচালক, (নেপ)	সদস্য সচিব

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

অনুষদসমূহ

নেপ-এর একাডেমিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ০৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে।

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজবিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

বাংলাদেশ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) বোর্ড

১৯৮২ সালে নেপ-এ বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডের অধীনে সারাদেশে ৬৭টি সরকারি এবং ০১টি বেসরকারি পিটিআই-এর একাডেমিক ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সি-ইন-এড বোর্ড-এর অধীনে বর্তমানে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকশেন (ডিপিএড) কোর্স ৬৬টি পিটিআইতে এবং ১ বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন প্রাইমারি এডুকশেন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ কোর্স ১০টি সরকারি ও ০১টি বেসরকারি পিটিআইতে পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক, নেপ পদাধিকার বলে নেপ সি-ইন-এড বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরিচালক, নেপ সি-ইন-এড বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৫-২০১৭) :

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	মোট পাস	পাসের হার (%)	মন্তব্য
১	২০১৫-২০১৬	৫৮৫	৬৫৯	৫৮৮	৮৯.২৩	
২	২০১৬-২০১৭	৬৭৯	৭২৮	৭১৬	৯৮.৫২	

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০১৭) :

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	উত্তীর্ণ	পাসের হার (%)	মন্তব্য
১	জানুয়ারি, ২০১৬-জুন,২০১৭	৮৯৪৮	৯১১৫	৮৭৬০	৯৬%	
২	জানুয়ারি, ২০১৭-জুন,২০১৮	১১৩০৪	১১৫২৩	চলমান	চলমান	

নেপ পরিচালিত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

ডিপিএড কার্যক্রম

০১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ৬০টি পিটিআইতে ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিপিএড কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭) নিম্নরূপ :

১। ডিপিএড কার্যক্রম মনিটরিং:

নেপ অনুষদবৃন্দ ১০টি পিটিআই পরিদর্শন করেছেন। মনিটরিং-এর তথ্যের ভিত্তিতে ১৭তম এবং ১৮তম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। ডিপিএড সামগ্রী প্রিন্টিং

২৯টি বিষয়ভিত্তিক সামগ্রী প্রিন্ট করা হয়েছে এবং জানুয়ারি ২০১৭ ৬০টি পিটিআইতে বিতরণ করা হয়েছে।

৩। প্রশিক্ষণ

ভেন্যু : নেপ

* মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ডিপিএড বিষয়ক ০২ দিনের ০২টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০২টি ব্যাচে মোট ৫০ জন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, ০৬ জন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং ০৪ জন বিশেষজ্ঞ (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা) অংশগ্রহণ করেন।
* পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ডিপিএড-এর মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ১০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণে মোট ৩০ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।

* পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০৪টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ০৪টি ব্যাচের প্রশিক্ষণে মোট ৯৬ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
* সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণের জন্য ০৬টি ব্যাচে ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ১৫০ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।
* ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ০১টি ব্যাচে ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ২৫ জন ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।

ভেন্যু : পিটিআই

* ৬০টি পিটিআই-এ নিজস্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক ২২৫টি ব্যাচ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ২২৫টি ব্যাচে মোট ৯০০০ জন প্রধান শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।
* ১০টি পিটিআইতে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক ৩৪টি ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩৪টি ব্যাচে মোট ২০০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১১৬০ জন সহকারী শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

৪. কর্মশালা ও সভা

নেপ-এ ০১টি ডিপিএড ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা এবং ০৩টি ডিপিএড পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫. ইউনিসেফ (এডিএসএল) এর কার্যক্রম

* ইউনিসেফ-এর সহায়তায় (এডিএসএল) নেপ-এ ০১দিন ব্যাপী ০১টি ব্যাচে ২৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ "Three Days Workshop on Need assesment of NAPE faculty Members" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপ-এর ২৭ জন অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
* নেপ-এ ৩০দিন ব্যাপী ০১টি ব্যাচে ১৮-২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ০৮টি পিটিআইতে অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনার উদ্দেশ্যে "Three Day Workshop on Action Research" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপ-এর ২৭ জন অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
* নেপ-এ ২দিন ব্যাপী ০২টি ব্যাচে ৭-৮ জুন ২০১৭ এবং ১৪-১৫ জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ডিপিএড এর ০৬টি বিষয়ের (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় এবং এক্সপ্রেসিভ আর্ট) ওপর "Capacity Building of NAPE Faculty Members of 6 Subjects of DPEd Programme" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপ এর ১০ জন অনুষদ সদস্য এবং ১৫ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণ অংশগ্রহণ করেন।
* নেপ-এ ০৩ দিনব্যাপী ১টি ব্যাচে ২০-২১ জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত "Three Days Training of NAPE Faculty Members on Research Methodology and Evaluation"- শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপ-এর ২৪ জন অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

নেপ আয়োজিত পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের ডিপিএড মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

নেপ-এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (এক নজরে) ২০১৬-২০১৭ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	রাজস্ব খাত			উন্নয়ন খাত			সর্বমোট
		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
	২০১৬-১৭	৩২৫	৭৬	৮০১	১৪০০	৩৯১	১৭৯১	২১৯২

উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহ ছাড়াও নেপ কর্তৃক বিভিন্ন পিটিআই ভেন্যুতে পরিচালিত উন্নয়ন খাতের ২৫৯ ব্যাচ প্রশিক্ষণে মোট ১০১৬০ জন কর্মকর্তা/শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নেপ কর্তৃক রাজস্ব খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহ :

ক্রং নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
1	Annual work plan and PTI management training for PTI Superintendents.	০৩ দিন	৪২	১৬	৫৮
2	Training on good governance ICT and quality primary education management for ADPEOs.	০৫ দিন	৩০	০১	৩১
3	Training on PTI management for Assistant Superintendents of PTI	০৫ দিন	২৩	০৫	২৮
4	Foundation training course for PTI Instructor, UEO and URC Instructors.	৩০ দিন	২৫	১৫	৪০
5	Basic training for newly recruited AUEOs	৩০ দিন	৩৪	০৬	৪০
6	Research Seminar	০১ দিন	৩৯	১৫	৫৪
7	Workshop on "raising awareness for the implementation of quality primary education"	০১ দিন	১৩২	১৮	১৫০
		মোট	৩২৫	৭৬	৪০১

নেপ প্রশাসনিক ভবন

নেপ কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম :

ক্রং নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
1	Competency based test item development and marker training for PTI Instructors	০৩ দিন	১৪৪	৪৬	১৮০
2	Competency based test item development and marker training for AUEOs.	০৩ দিন	২৬৫	৩৫	৩০০০
3	Competency based test item development and marker training for UEOs.	০৩ দিন	১১৮	৩১	১৪৯
4	Test item development training for the members of resource pool for item developments (two times)	০৭ দিন	২৪৪	৪০	২৮৪
5	Orientation (how to administer test items) training for test conductor (two times)	০১ দিন	৩৬	২৪	৬০
6	Training for finalizing question structure for PECE 2017	০১ দিন	৬০	৪০	৫০
		মোট	৮৬৫	২০৮	১০৭৩

গবেষণা

গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নেপ গবেষণা করে। তাছাড়া সিইনএড এবং ডিপিএড কারিকুলাম এবং পাঠ্য পুস্তকের উন্নয়নে নেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত অর্থবছরে নেপ নিম্নোক্ত গবেষণা দু'টি পরিচালনা করেছে।

১. A study on Implementation of "ICT in Education Training in Government Primary Schools."

২. Present status of using Lesson Plan for Ensuring Quality Education in Primary Schools of Bangladesh.

রিসার্স সেমিনার

নেপ প্রতি বৎসর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দু'টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে। গত ১৯ জুন ২০১৭ তারিখ গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কিত সেমিনার নেপে অনুষ্ঠিত হয়। নেপ, আইইআর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ডিপিই, এনসিটিবি এবং বিএনএফই-এর সর্বমোট ৩৭ জন উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

প্রকাশনা

* নেপ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক নিউজ লেটার নেপ বার্তা-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার মান্নোয়নে নানামুখী কর্মকাণ্ডের সচিত্র সংবাদ ও বর্তমান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অর্জিত কর্মকাণ্ড দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা হচ্ছে।
* বাৎসরিক প্রকাশনা প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

উপসংহার

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমকালীন বিষয়াদি নিয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে নেপ সহায়তা করছে। একই সাথে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। আগামী প্রজন্মকে ডিজিটাল বিশ্বের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে যোগ্য শিক্ষক তৈরিসহ আমাদের সমস্ত তৎপরতা শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে শানিত করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণকে ঘিরে আবর্তিত।

বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে সরকার বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। অত্র ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ নিষ্পন্ন করা হয় :

১। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং;

২। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের ২৬১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক, শৃঙ্খলা ও মামলাজনিত কারণে বাদপড়া বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সমস্যা নিরসনের নিমিত্তে যাচাই-বাছাই ও প্রস্তাব মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;

৪। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবসরপ্রাপ্ত/মৃত্যুবরণকারী/পদত্যাগকারী ২০২৫ (দুই হাজার পঁচিশ) জন শিক্ষককে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ২৭,১২,৩৭,৫৭৫/- (সাতাশ কোটি বার লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

৫। 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ; ও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;

৬। বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করা;

৭। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ০৯টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ২০টি উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শনপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রদান;

৮। জাতীয়করণের ফলে উদ্ভূত রিট/মামলায় সরকারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১১০টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬

বই বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৭

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পীরা

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বই উৎসব জানুয়ারি ২০১৭